পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, অর্থ দপ্তর

ডঃ অমিত মিত্রর

বাজেট বিবৃতি

২০২০–২০২১

১০ই ফেব্রুয়ারি, ২০২০

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়,

আপনার অনুমতি নিয়ে আমি এই মহান সদনে ২০২০-২১ অর্থবর্ষের বাজেট পেশ করছি।

১

মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের দেশ এখন চরম দুরবস্থার মধ্য দিয়ে যাচ্ছে, যা বর্তমানে ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা আই সি ইউ-তে পৌঁছে গিয়েছিল, এখন সেটি ভেন্টিলেটর-এ চলে গিয়েছে।

আজ গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করা হচ্ছে। ভারতের সংবিধানের মূল ভিত্তিই ধ্বংসের পথে। এহেন অবস্থায়, ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো আজ বিপন্ন। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্রের মাপকাঠিতে[১] পৃথিবীর অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারতের স্থান আরও দশ ধাপ নেমে ৫১তম স্থানে চলে গেল। আজ, পরিকল্পিত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে একটি চক্রান্ত চলছে যা ভারতীয় সমাজকে বিভাজনের পথে নিয়ে চলেছে।

ভারতের সবকটি অর্থনৈতিক সূচক আজ শুধু নিম্নগামী নয় অনেক ক্ষেত্রে নেগেটিভ। শুধু তাই নয়, একদিকে অর্থনৈতিক ঝিমুনি, অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির খাঁড়া— এই Stagflation -এর চাপে ভারতের জনজীবন আজ বিপন্ন। এর ফলে, দেশের কৃষকবন্ধুরাও আজ চরম সংকটের মুখে। তাহলে, এই ৫ বছরে 'আচ্ছে দিন' কোথায় গেল?

আজ ভারতের জি ডি পি বৃদ্ধির হার তলানিতে— ২০১৯-২০ তে ৫%-এ[#] এসেছে, যা বিগত ১১ বছরে সর্বনিম্ন। সেই তুলনায়, বাংলার জিডিপি বৃদ্ধির হার একই সময়ে ১০.৪%[#]-তে পৌঁছেছে যা ভারতের দ্বিগুণ[২]।

---

১. Global Democracy Index, 2019 (*The Economist).*

২. Source : MOSPI, Govt of India and Bureau of Applied Economics & Statistics, Govt. of W.B.

\# at Constant Prices.

একইভাবে, ভারতের শিল্পের বৃদ্ধির হার ২০১৯-২০ তে (এপ্রিল - নভেম্বর) যেখানে ০.৬% বাংলার শিল্পের বৃদ্ধির হার ৫ গুণ অর্থাৎ ৩.১%[৩]। কোথায় গেল 'মেক ইন ইন্ডিয়া'-র গালভরা স্লোগান?

এহেন বিপর্যয়ের মধ্যেও বাংলা নানা ক্ষেত্রে ভারতের মধ্যে ১নং স্থান অর্জন করেছে। যেমন—

১০০ দিনের কাজে	-	বাংলা প্রথম
ক্ষুদ্রশিল্পে	-	বাংলা প্রথম
গ্রামীণ গৃহনির্মাণে	-	বাংলা প্রথম
গ্রামীণ রাস্তা	-	বাংলা প্রথম
মাইনরিটি স্কলারশিপ	-	বাংলা প্রথম
স্কিম ডেভেলপমেন্ট	-	বাংলা প্রথম
ই ও ডি বি (Ease of Doing Business)	-	বাংলা প্রথম
ই টেন্ডারিং[৪]	-	বাংলা প্রথম

এই এগিয়ে চলার আরেকটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সংসদে তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছেন কেন্দ্রের বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী স্বয়ং। তিনি বলেছেন যে বিগত ৮ বছরে বাংলায় ২২,২৬৭ কোটি টাকা বিদেশি বিনিয়োগ এসেছে[৫]।

এছাড়াও, ৫টি বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-এর অভূতপূর্ব সাফল্য বাংলাকে গর্বিত করেছে। এই সামিটগুলিতে যে বিশাল বিনিয়োগের প্রস্তাব এসেছে তার মধ্যে বড়ো শিল্পের ক্ষেত্রে ৪.৪৫ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ ইতিমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে।

---

৩. Index of Industrial Production (IIP), (April-November) 2019-20 MOSPI, GoI and BAE & S, Govt. of W.B.

৪. Awarding Tenders via e-Tender.

৫. Government of India Reply given in the Parliament on 5.2.2020 by Union C & I Minister.

এটাও জেনে খুশি হবেন যে, আমাদের সরকারের সক্রিয় সহায়তায়[৬], সমবায় ব্যাঙ্ক এবং বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বিগত ৮ বছরে, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পে বিনিয়োগের জন্য ২,৪৩,৪১৯ কোটি টাকা ঋণ দিয়েছে— এই ক্ষেত্রেও ভারতে বাংলা প্রথম।

আপনারা জানেন যে, স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে সকলের জন্য নিখরচায় চিকিৎসা বাংলাকে নতুন প্রাণ দিয়েছে। 'জলধারা', 'গতিধারা', শস্যফলন থেকে পোলট্রি সংস্কার, সব কিছুতে বাংলা আজ সারা দেশের মডেল।

আমাদের সরকার গত আট বছরে গুড গভর্নেন্স এবং অর্থনৈতিক সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের সামাজিক সুরক্ষায় বিশাল কাজ করেছে।

বড় অঙ্কের টাকার দেনা শোধ করেও, কেন্দ্রীয় সরকারের অসহযোগিতা সত্ত্বেও, আমরা মানুষের সাথে থেকে, মানুষের পাশে থেকে, অনেক সামাজিক কর্মসূচি নিয়েছি। এর সুফলে, সারা ভারতবর্ষে যখন বেকারত্বের হার গত ৪৫ বছরে সর্বাধিক, তখন বাংলায় বেকারত্ব ৪০% কমেছে[৭]। দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রেও দেশের অন্যান্য বড়ো রাজ্যগুলির তুলনায় পশ্চিমবঙ্গ ১নং স্থান অর্জন করেছে। এই কৃতিত্বের কারণ হল আমাদের সরকার পরিবারের সবাইকে সাথে নিয়ে লাগাতার বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে ও নিচ্ছে, যার ফলস্বরূপ—

(১) স্কুল ড্রপ আউট - এর হার কমেছে,

(২) কন্যা সন্তানদের মধ্যে বাল্য বিবাহ কমেছে,

(৩) খাদ্যসাথী দরিদ্র মানুষকে অন্ন জোগাচ্ছে,

(৪) 'কন্যাশ্রী', 'শিক্ষাশ্রী', 'ঐক্যশ্রী', 'সবুজসাথী', 'স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ', 'আনন্দধারা', 'জাগো'- ইত্যাদি প্রকল্পগুলি আমাদের নতুন প্রজন্মকে মাথা তুলে দাঁড়াতে সাহায্য করছে।

---

৬. Through regular meetings of State Lavel Bankers' Committee (SLBC) with Finance Minister and creation of MSME Sub-Committee of SLBC.

৭. Reply of Lok Sabha Starred Question No. 321 on 19.03.2018.

কৃষকদের সহায়তা করার প্রকল্পগুলি, যেমন— কৃষকদের কাছ থেকে সরাসরি ধান কিনে নেওয়া, 'কৃষকবন্ধু', 'শস্যবিমা', ইত্যাদি কর্মসূচির মাধ্যমে কৃষকদের আয় বহুগুণ বেড়েছে।

রূপশ্রী প্রকল্পের মাধ্যমে গরিব পিতা-মাতার কন্যাসন্তানের বিবাহের জন্য, আমাদের সরকার সাহায্য প্রদান করছে। বিভিন্ন ধরনের 'বার্ধক্য ভাতা', 'মানবিক', ইত্যাদি সামাজিক কর্মসূচির মাধ্যমে আমাদের সরকার বয়োজ্যেষ্ঠ এবং বিশেষভাবে-সক্ষম ব্যক্তিদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠীদের শক্তিশালী করা, অসংগঠিত শ্রমিক ও তাদের পরিবারের জন্য সামাজিক সুরক্ষা যোজনা, লোকশিল্পীদের জন্য লোক-প্রসার প্রকল্প— এরকম বহুমুখী কর্মসূচী আমরা রূপায়ণ করেছি। 'সবুজশ্রী' থেকে 'সমব্যাথী'— জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, জীবনের প্রতিটি ধাপে, আমরা মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছি।

এইসমস্ত এবং আরও অনেক কর্মসূচির মাধ্যমে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে, মা-মাটি-মানুষের সরকার, বাংলাকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে।

২

কর ও কর ব্যবস্থার সংস্কার

২.১ পণ্য ও পরিষেবা কর (GST)

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা সকলেই জানেন যে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের তড়িঘড়ি GST চালু করার তীব্র বিরোধিতা করেছি। এই হঠকারী সিদ্ধান্তের আঘাতে দেশ এখনও ভুগছে। এমনকি ভুয়ো বিল-এর মাধ্যমে কর ফাঁকির ঘটনা বেড়েই চলেছে। সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকারের মন্ত্রী সারা দেশে GST-তে ৪৪ হাজার কোটি টাকারও বেশি জালিয়াতির কথা সংসদে মানতে বাধ্য হয়েছেন। এই সাংঘাতিক অবস্থা অত্যন্ত উদ্বেগের কারণ।

২.২ VAT, বিক্রয়কর ও প্রবেশকর বিবাদ নিষ্পত্তি প্রকল্প (Settlement of Dispute Scheme)

মাননীয় সদস্যগণ, আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গত ডিসেম্বর, ২০১৮ সালে

যে নতুন সেটলমেন্ট অফ ডিস্‌পিউট স্কিম আনা হয় তার দরুন ৩০ হাজারেরও বেশি আবেদন জমা পড়ে। এর ফলে ১,১২০ কোটি টাকার বকেয়া কর আদায় হয়েছে।

এখনও, এই ধরনের ২৫ হাজারেরও বেশি কেস পড়ে আছে। সে কারণে আমি VAT, বিক্রয়কর, CST, প্রবেশকর প্রভৃতির ক্ষেত্রে, ৩১শে জানুয়ারি, ২০২০ তারিখে অমীমাংসিত সব ধরনের কেসের জন্য একটি নতুন ও আরও আকর্ষণীয় সেটলমেন্ট স্কিম-এর প্রস্তাব করছি।

এজন্য ৩১শে মার্চ, ২০২০-র মধ্যে আবেদন করে VAT, CST প্রভৃতির Disputed Tax-এর মাত্র ২৫% দিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাবে। যাঁরা এই সুযোগ নিতে পারবেন না তাঁরা ৩১ মার্চের মধ্যে Disputed Tax-এর অর্ধেকের উপর ২৫ % জমা দেবে। বাকি অর্ধেকের উপরে ৩০% দিয়ে, এপ্রিল ২০২০ থেকে সর্বাধিক ৬টি মাসিক কিস্তিতে জমা দিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে পারবে।

Entry Tax-এর ক্ষেত্রে ৩১শে মার্চ ২০২০-এর মধ্যে কেবলমাত্র Admitted Tax জমা দিয়েই বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাবে। এক্ষেত্রে যাঁরা এই সুযোগ নিতে পারবেন না তাঁরা ৩১শে মার্চের মধ্যে ৫০% জমা দিয়ে এপ্রিল ২০২০ থেকে নামমাত্র সুদে সর্বাধিক ৬টি মাসিক কিস্তিতে বাকি টাকা জমা দিয়ে বিবাদ নিষ্পত্তি করতে পারবে।

২.৩ কর সংক্রান্ত Certificate Case-এর নিষ্পত্তি

বর্তমানে বাণিজ্যকর বিভাগের বেশ কিছু বছরের পুরোনো ১৫ হাজারেরও বেশি Certificate Case/Tax Recovery Case পড়ে আছে। আমি ব্যবসায়ীদের সুবিধার জন্য এই ক্ষেত্রেও, এবারের নতুন সেটলমেন্ট অফ ডিস্‌পিউট স্কিম অনুসারে একই নিয়মে বিবাদ নিষ্পত্তির সুযোগ দেওয়ার প্রস্তাব করছি।

২.৪ মোটর ভেহিক্যাল আইন সংক্রান্ত ছাড়

বকেয়া কর জমা দিলে দেরির জন্য জরিমানা সম্পূর্ণ মকুব

মাননীয় সদস্যগণ, আগের বাজেটে আমি পরিবহণ সংক্রান্ত কিছু ছাড়ের ঘোষণা করেছিলাম। এবারও আমি জনসাধারণের সুবিধার জন্য ৩১শে মার্চ, ২০২০-র মধ্যে মোটর

ভেহিক্যাল আইনের সমস্ত বকেয়া কর জমা দিলে দেরির জন্য জরিমানা সম্পূর্ণভাবে মকুব করার জন্য একটি সেটলমেন্ট স্কিম ঘোষণা করছি।

জরিমানার মামলায় কম্পাউন্ডিং ফাইন ৫০% মকুব

এছাড়া, ওই আইনে বিভিন্ন জরিমানার মামলা নিষ্পত্তির জন্য ৩১শে মার্চ, ২০২০-র মধ্যে আবেদন করলে কম্পাউন্ডিং ফাইন ৫০% মকুব করার প্রস্তাব করছি।

২.৫ কৃষি আয়কর ছাড়

রাজ্যের চা-শিল্পের বর্তমান কঠিন অবস্থার কথা বিবেচনা করে আমি চা বাগানগুলির ক্ষেত্রে আগামী দু'বছর অর্থাৎ ২০২০-২১ ও ২০২১-২২ অর্থবর্ষের জন্য কৃষি আয়কর সম্পূর্ণ ছাড় দেওয়ার প্রস্তাব রাখছি।

২.৬ স্ট্যাম্প ডিউটি বিষয়ে ছাড়

বকেয়া স্ট্যাম্প ডিউটির ক্ষেত্রে সুদ মকুব

মাননীয় সদস্যগণ, বিভিন্ন রেজিস্ট্রি অফিসে এমন অনেক পুরানো দলিল পড়ে আছে যেখানে কম স্ট্যাম্প ডিউটি দেওয়ার ফলে রেজিস্ট্রেশন করা সম্ভব হয় নি। অনেক সময় উচ্চহারে সুদের জন্য জনসাধারণ রেজিস্ট্রি সম্পূর্ণ করতে পারেন না। তাই আমি এখন থেকে এসব ক্ষেত্রে সুদ মকুব করার প্রস্তাব করছি। এর ফলে হাজার হাজার মানুষ উপকৃত হবেন।

জমি একত্রীকরণের (Amalgamation) ক্ষেত্রে স্ট্যাম্প ডিউটি হ্রাস

অনেক সময় দেখা যায়, বিশেষ করে পারিবারিক ক্ষেত্রে, বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও, পাশাপাশি জমি একত্রীকরণের (Amalgamation) প্রয়োজন হয়। বর্তমানে এই ক্ষেত্রে ৫% থেকে ৭% হারে স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য হয়। আমি প্রস্তাব করছি এসব ক্ষেত্রে এখন থেকে কেবলমাত্র ০.৫% হারে স্ট্যাম্প ডিউটি ধার্য হবে এবং সর্বাধিক ৩ লক্ষ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

জমে থাকা আপীল নিষ্পত্তির জন্য Fast Track Appellate Authority গঠন

বিভিন্ন রেজিস্ট্রি অফিসে দেখা যাচ্ছে যে পুরোনো অনেক দলিল মূল্যায়নের পরেও নানা কারণে আপীলে পড়ে আছে। সেজন্য আমি সমস্ত জমে থাকা আপীল দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য একাধিক Fast Track Appellate Authority গঠনের প্রস্তাব করছি। এই Authority নোটিস দেওয়ার দিন থেকে ৯০ দিনের মধ্যে সেগুলি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করবে। এর ফলে বহু মানুষ উপকৃত হবেন।

৩

নতুন প্রস্তাব

৩.১ নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন যে গত ৮ বছরে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২টি থেকে বেড়ে ৪২টি হয়েছে — যেমন, মতুয়া সম্প্রদায়ের অবদানকে মনে রেখে কৃষ্ণনগরে তার একটি শাখাসহ ঠাকুরনগরে হরিচাঁদ গুরুচাঁদ বিশ্ববিদ্যালয়, মুসলিম সমাজের উন্নতির জন্য আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষ্ণনগরে কন্যাশ্রী বিশ্ববিদ্যালয়, হিন্দীভাষী সমাজের সুবিধার জন্য হাওড়ায় হিন্দী বিশ্ববিদ্যালয়, দার্জিলিং হিল ইউনিভারসিটি, পূর্ব মেদিনীপুরে মহাত্মা গান্ধী বিশ্ববিদ্যালয় ও দক্ষিণ ২৪ পরগনায় একটি মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।

আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, আগামী ২ বছরে রাজ্যে আরও ৩টি নতুন বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হবে — ঝাড়গ্রামে বীরসা মুণ্ডা বিশ্ববিদ্যালয়, তপশিলি জাতি অধ্যুষিত এলাকায় আম্বেদকর বিশ্ববিদ্যালয় এবং OBC শ্রেণির শিক্ষার সুবিধার জন্য একটি নতুন বিশ্ববিদ্যালয়। এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.২ তপশিলি জাতির জন্য 'বন্ধু' প্রকল্প

মাননীয় সদস্যগণ, বাংলার তপশিলি জাতির বয়স্ক মানুষদের কল্যাণের জন্য 'বন্ধু' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছি।

এই প্রকল্পে ৬০ বছরের বেশি বয়সের তপশিলি জাতির মানুষ, যাঁরা অন্য কোনও পেনশন পান না, এরকম ১০০ শতাংশ মানুষকেই প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে। এর ফলে, আনুমানিক ২১ লক্ষ তপশিলি জাতির মানুষ উপকৃত হবেন।

এই প্রকল্পের জন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ২,৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৩.৩.আদিবাসীদের জন্য 'জয় জহার' প্রকল্প

মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্যের আদিবাসী সমাজের বয়স্ক মানুষদের কল্যাণে 'জয় জহার' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছি, যেখানে ৬০ বছরের বেশি বয়সের আদিবাসী ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের ১০০ শতাংশ মানুষ, যাঁরা অন্য কোনও পেনশন পান না, তাঁদের প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা করে বার্ধক্য ভাতা দেওয়া হবে।

এই পরিকল্পনার মাধ্যমে আনুমানিক ৪ লক্ষ আদিবাসী ও তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ উপকৃত হবেন। **এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

৩.৪ বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা

মাননীয় সদস্যগণ, আমাদের রাজ্যের নির্মাণ কার্যে, পরিবহণ ও অন্যান্য অসংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মরত মানুষকে আমাদের সরকার 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনার' মাধ্যমে নিখরচায় বিভিন্ন সুবিধা দিচ্ছে - যেমন দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু বা বিকলাঙ্গতার জন্য ক্ষতিপূরণ, স্বাস্থ্য বিষয়ে সুবিধা, ছেলে-মেয়েদের শিক্ষার জন্য অনুদান ইত্যাদি। এছাড়াও, এই যোজনায় তাঁরা প্রভিডেন্ড ফান্ডের সুবিধা পান, যেখানে এখন এঁদের মাসে ২৫ টাকা জমা দিতে হয় ও রাজ্য সরকার মাসে ৩০ টাকা এই ফান্ডে দেয়। এই প্রকল্পে জমা টাকা সুদসহ ৬০ বছর বয়স হলে বা অকালমৃত্যুতে বা স্বেচ্ছায় ছেড়ে দিলে এককালীন তুলে নেওয়া যায়।

আমি আনন্দের সঙ্গে 'সামাজিক সুরক্ষা যোজনা'র পরিবর্তে 'বিনামূল্যে সামাজিক সুরক্ষা' নামে একটি নতুন প্রকল্পের ঘোষণা করছি। এই নতুন প্রকল্পের মধ্যে নিখরচায় অন্যান্য সুবিধা ছাড়াও, প্রভিডেন্ট ফান্ড সুবিধাও এদেরকে বিনামূল্যে দেওয়া হবে। প্রতি মাসে রাজ্য সরকারের নিজের অংশের ৩০ টাকা ছাড়াও উপভোক্তার প্রদেয় মাসে ২৫ টাকা রাজ্য সরকার নিজেই বহন করবে। এর ফলে অন্যান্য সুবিধা সহ প্রভিডেন্ট ফান্ডের জন্যও অসংগঠিত শ্রমিক ভাই-বোনদের কোনো টাকা দিতে হবে না। এই প্রকল্পটি ১লা এপ্রিল,

২০২০ থেকে কার্যকরী হবে। আনুমানিক ১.৫ কোটি পরিবার এই প্রকল্পের সুবিধা পাবেন। **এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ৫০০ কোটি টাকা অতিরিক্ত ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

৩.৫ বাংলাশ্রী প্রকল্প

মাননীয় সদস্যগণ, এই সরকার ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পকে (MSME) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছে, কারণ এরাই সবচেয়ে বেশি কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

আমি এই ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পের ক্ষেত্রে, আরও জোর দেওয়ার জন্য ১লা এপ্রিল, ২০২০ থেকে 'বাংলাশ্রী' নামে একটি নতুন উৎসাহ প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব করছি। যেসব MSME ১লা এপ্রিল, ২০১৯ থেকে স্থাপিত হয়েছে তারাও এই নতুন উৎসাহ প্রকল্পে আসার সুযোগ পাবে। আশা করা যায়, এই প্রকল্পের মাধ্যমে রাজ্যে নতুন ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপন ও কর্মসংস্থানের বিপুল সুযোগ সৃষ্টি হবে। **এই জন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

৩.৬ কর্মসাথী প্রকল্প

আমাদের রাজ্যের বেকার যুবক-যুবতীদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভর করে তুলতে আমি 'কর্মসাথী প্রকল্প' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছি। এই প্রকল্পে আগামী ৩ বছরে, প্রতি বছর ১ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতীদের নিয়মিত আয়ের সংস্থান করা হবে। এর জন্য ২ লক্ষ টাকা পর্যন্ত লগ্নির নতুন প্রকল্পে, সহজ শর্তে ঋণ প্রদান ও ভর্তুকি দেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। রাজ্যের অধীনস্থ সমবায় ব্যাংকের মাধ্যমে এই ঋণ দেওয়া হবে। আশা করা যায়, এই প্রকল্পের সহায়তায় বেকার যুবক-যুবতীরা ছোটো উৎপাদন প্রতিষ্ঠান বা খুচরো ব্যবসা শুরু করে নিজেরা স্বাবলম্বী হতে পারবে। **এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

৩.৭ নতুন MSME Park স্থাপন

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা জানেন যে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পে একটি অগ্রণী রাজ্য। কেন্দ্রীয় সরকারের NSS-এর রিপোর্ট অনুযায়ী রাজ্যে ৮৮.৬৭ লক্ষ

MSME সংস্থা আছে। বিগত ৮ বছরে ৪৯টি MSME Cluster -এর জায়গায়, ৫৩৯টি Cluster তৈরি হয়েছে।

ক্ষুদ্রশিল্পের জন্য পরিকাঠামো অনেক গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে এবং বর্তমানে রাজ্যে, ৫২টি MSME Park চালু রয়েছে এবং আরও ৩৯টি পার্ক তৈরির মুখে।

রাজ্যের MSME ক্ষেত্রকে আরও শক্তিশালী করার জন্য আগামী ৩ বছরে রাজ্যে আরও ১০০টি নতুন MSME Park তৈরি করার প্রস্তাব করছি, যার মাধ্যমে অনেক কর্মসংস্থান হবে। **এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

৩.৮ চা-সুন্দরী

মাননীয় সদস্যগণ, রাজ্যের ৩৭০টি চা-বাগানে প্রায় ৩ লক্ষ শ্রমিক স্থায়ীভাবে কর্মরত আছেন যাদের মধ্যে ৫০ শতাংশই মহিলা ও সিংহভাগই আদিবাসী সম্প্রদায়ের মানুষ। আপনারা জানেন যে চা-বাগানের শ্রমিকদের জন্য রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই ২ টাকা কেজি দরে চাল দেওয়া ছাড়াও নিখরচায় বিদ্যুৎ, চিকিৎসার ব্যবস্থা, মিড-ডে মিল ও আরও বিভিন্ন সুবিধার ব্যবস্থা করেছে।

চা-বাগানে কর্মরত শ্রমিকদের অনেকেরই টাকার অভাবে নিজের কোনো বাসস্থান নেই। তাই আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি, চা-বাগানের গৃহহীন শ্রমিকদের আবাসন দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'চা-সুন্দরী' নামে একটি প্রকল্প চালু করা হবে। এই প্রকল্পে আগামী ৩ বছরে রাজ্য সরকার নিজের অর্থে চা-বাগানে স্থায়ীভাবে কর্মরত গৃহহীনদের জন্য এই আবাসনের ব্যবস্থা করবে। **এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

৩.৯ হাসির আলো

মাননীয় সদস্যগণ, গত ৮ বছরে আমরা রাজ্যে ৯৯.৯ শতাংশ বৈদ্যুতিকরণের মাধ্যমে উপভোক্তাকে বিদ্যুৎ সংযোগের ব্যবস্থা করেছি। এছাড়া, আমরা গরিব মানুষদের কম দামে বিদ্যুৎ সরবরাহ করছি। কিন্তু এদের মধ্যে যাঁরা অত্যন্ত গরিব, তাঁদের কম দাম সত্ত্বেও বিদ্যুতের খরচ দিতে খুব অসুবিধায় পড়তে হয়।

এইরকম গরিব মানুষের সহায়তার জন্য 'হাসির আলো' নামে একটি নতুন প্রকল্প ঘোষণা করছি। এই প্রকল্পে আমাদের গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের অত্যন্ত গরিব যাঁরা ত্রৈমাসিকে ৭৫ ইউনিট অবধি বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন (Life Line Consumer) তাঁদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হবে। রাজ্যের প্রায় ৩৫ লক্ষ গরিব পরিবার এর জন্য উপকৃত হবে। **এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ২০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

৩.১০ সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন

মাননীয় সদস্যগণ, পশ্চিমবঙ্গের ছেলে-মেয়েদের সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উৎসাহ দেওয়ার জন্য আমরা ইতিমধ্যেই Administrative Training Institute-এ একটি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র চালু করেছি। আমরা এক্ষেত্রে ভালো সাফল্য পেয়েছি এবং আমাদের অনেক ছেলে-মেয়ে এই রকম প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় সফল হয়েছে।

এই সাফল্যের কথা মাথায় রেখে আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, কোলকাতা, শিলিগুড়ি ও দুর্গাপুরে 'মহাত্মা গান্ধী', 'জয় হিন্দ্' এবং 'আজাদ' নামে ৩টি সিভিল সার্ভিস আকাদেমি চালু করে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে। **এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ১৫ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

৩.১১ বাংলা সহায়তা কেন্দ্র

মাননীয় সদস্যগণ, আপনারা সকলেই জানেন যে, আমরা বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার করে অন-লাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে রাজ্যবাসীকে বিভিন্ন সরকারি পরিষেবা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছি। রাজ্যের সব জায়গায় সাধারণ মানুষকে এই সমস্ত পরিষেবা আরও ভালোভাবে ব্যবহারের সুযোগ করে দিতে আমি সারা রাজ্যের ২৩টি জেলা অফিসে (কোলকাতা সহ), ৬৬টি এসডিও অফিসে, ৩৪২টি বিডিও অফিসে, ১,৫০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে এবং ৮১৩টি লাইব্রেরিতে মোট ২,৭৪৪টি 'বাংলা সহায়তা কেন্দ্র' স্থাপন করার কথা ঘোষণা করছি। এই সহায়তা কেন্দ্র থেকে সাধারণ মানুষ কন্যাশ্রী, ঐক্যশ্রী, জাতি সংক্রান্ত সার্টিফিকেট, বাসস্থানের সার্টিফিকেট, ট্যাক্স ও ফি জমা প্রভৃতি বিষয়ে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পের অন-লাইন পরিষেবা সহজেই ব্যবহারের সুবিধা পাবেন। **এইজন্য আমি আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয়-বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।**

মাননীয় অধ্যক্ষ মহাশয়, আপনার অনুমতি সাপেক্ষে বাজেট বিবৃতির ৪ নং বিভাগ পড়া হল বলে ধরে নিচ্ছি। এখন আপনার অনুমতি নিয়ে আমি সরাসরি উপসংহারে চলে যাচ্ছি (৬৪ পাতা)।

৪

২০২০-২১ রাজ্য বাজেটের বরাদ্দ এবং কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের সাফল্য কৃষি ও গ্রামীণ অর্থনীতির গতিশীল পদক্ষেপ

৪.১ কৃষি বিভাগ

২০১৭-১৮ অর্থবর্ষের জন্য সেরা কৃষিকাজের অবদানস্বরূপ এবং দানাশস্যের উৎপাদনে সেরা হওয়ার দরুন আমাদের রাজ্য টানা ৬ বছর 'কৃষি কর্মণ' পুরস্কার লাভ করেছে। ২০১৭-১৮ সালে দু'জন কৃষকবন্ধু রাজ্যের হয়ে কেন্দ্রের কাছ থেকে 'এগ্রিকালচার মিনিস্টার্স কৃষি কর্মণ অ্যাওয়ার্ড' অর্জন করেছে।

২০১৯-এর জানুয়ারি থেকে চালু 'কৃষকবন্ধু' প্রকল্পের অধীন এরাজ্যের কৃষকভাইদের জন্য 'কৃষকবন্ধু (অ্যাশিওর্ড ইনকাম)' এবং 'কৃষকবন্ধু (ডেথ বেনিফিট)' নামে দু'ধরনের স্কিম চালু হয়েছে। 'কৃষকবন্ধু' (অ্যাশিওর্ড ইনকাম) স্কিমে একর প্রতি ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। 'কৃষকবন্ধু' ডেথ বেনিফিট স্কিমে কৃষকের মৃত্যু হলে তার পরিবারের জন্য এককালীন ২ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ পাবার ব্যবস্থা আছে।

কৃষি সহায়তা দিতে ২০১৯-এর খরিফ মরশুম পর্যন্ত ৩৯,৫১,৮০০ জন কৃষককে মোট ৬২০.২৩ কোটি টাকা 'কৃষকবন্ধু' (অ্যাশিওর্ড ইনকাম), খাতে দেওয়া হয়েছে। ৩১শে জানুয়ারি ২০২০পর্যন্ত সামগ্রিকভাবে ৪১,০২,৫০৩ কৃষককে ১,১০০.৭৯ কোটি আর্থিক সাহায্য দেওয়া হবে আশা করা হচ্ছে। অন্যদিকে ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত 'কৃষকবন্ধু' (ডেথ বেনিফিট) খাতে ৪,৪৫৪ জন কৃষকের মৃত্যুতে তাদের পরিবারের হাতে মোট ৮৯.০৮ কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ হিসাবে তুলে দেওয়া হয়েছে।

২০১৯-২০ সালে কৃষিবিভাগ কৃষকদের কৃষি সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি—উপকরণ কিনতে ভর্তুকি বাবদ ১২৮ কোটি টাকা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। এর মধ্যে থেকে ৭০ কোটি টাকা ব্যয় করে ৪০০টির মতো Custom Hiring Centre গড়ে তোলা হয়েছে।

২০১৯-এর সামুদ্রিক ঝঞ্ঝা বুলবুল-এবং অন্যান্য বিপর্যয়ের আঘাতে কৃষিকাজের ব্যাপক ক্ষয় ক্ষতির থেকে কৃষকবন্ধুদের সুরাহা দিতে সরকার ২০ লক্ষের অধিক কৃষককে মোট ১,২৮৫ কোটি টাকা স্টেট ডিজাস্টার রেসপন্স ফান্ড (SDRF) স্কিমে সংস্থানের প্রস্তাব করেছে।

২০১৯-এর খরিফ মরশুম থেকেই বাংলা শস্যবিমা যোজনা (BSB) নামে পুরোপুরি রাজ্যের অর্থ সাহায্যে চালিত শস্যবিমা স্কিম চালু হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত কৃষকদের সম্পূর্ণ বিনামূল্যে আলু ও আখ বাদে সমস্ত শস্যের ক্ষেত্রে এই বিমার সুবিধা পাওয়া যায় যার পুরো বিমা খরচই রাজ্য সরকার দেয়। চলতি বছরের খরিফ মরশুমে ৪৬ লক্ষ কৃষক এই স্কিমে যুক্ত হয়েছেন।

'ফার্মার্স ওল্ড এজ পেনশন' স্কিমে, ১ লক্ষ কৃষক নথিবদ্ধ হয়েছেন, তাদের প্রত্যেককে মাসে ১,০০০ টাকা করে পেনশন দেওয়া হয়।

'ইউনিভার্সালাইজেশন অফ সয়েল হেলথ্ কার্ডস' এর অধীনে ২০১৭-১৯ সালে ৪৫.২৮ লক্ষ সয়েল হেল্থ কার্ড কৃষকদের মধ্যে বিতরণ করা হয়েছে। রাজ্যের সর্বত্র ২৩টি সয়েল টেস্ট ল্যাবরেটরি (STL) আছে।

আমি, কৃষি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৮৬০.৫৭ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২ কৃষিজ বিপণন বিভাগ

১৮৬টি কৃষক বাজার তৈরি করে আধুনিক উপায়ে বিপণন ব্যবস্থাকে সাজানো হয়েছে, এরকম ১৮টি কৃষক বাজার আবার জাতীয় স্তরের (Electronic National Agricultural Market (e-NAM)-এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে।

২০১১-১২ থেকে ২০১৮-১৯ সাল পর্যন্ত মোট ১৭৭৩.১৩ কোটি টাকা বিভাগীয় ব্যয় হয়েছে — কৃষকবাজার সহ বাণিজ্যিক পরিকাঠামো গড়ে তোলার জন্য।

২০১৪ সাল থেকে 'সুফল বাংলা' প্রকল্প চালু রয়েছে। এটা হল সেই ধরনের বিপণন ব্যবস্থা যেখানে এককভাবে কৃষক বা কৃষক-উৎপাদক সংস্থা (FPOs) বা কৃষক -উৎপাদক

কোম্পানি (FPCs) থেকে সরাসরি পণ্য কিনে তা সরাসরি ক্রেতার কাছে ন্যায্যমূল্যে বিক্রি করা। এই কাজে বর্তমানে ১৫টি জেলায় ৬৩টি মোবাইল ভ্যান, ৩টি হাব (Hubs), ১৩১টি স্থায়ী এবং চলমান দোকান নিযুক্ত আছে। শুরু থেকেই এই উদ্যোগ-কে কাজে লাগাতে ২১.৬৩ কোটি টাকা খরচ করা হয়েছে। আর ২০১৯-২০ সালে ৩২ কোটি টাকা বিক্রয়মূল্য হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

'পটেটো প্রোকিওরমেন্ট স্কিম ২০১৯'-এর অধীনে চলতি অর্থবর্ষে আলু চাষিদের স্বস্তি দিতে কুইন্টাল পিছু ৫৫০ টাকা দরে আলু কেনা হয়েছে।

অন্যদিকে পটেটো মার্কেট ইন্টারভেনশন স্কিম ২০১৯-চালুর মাধ্যমে আলুর বাজার পড়ে যাওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা হয়েছে।

খুব সাম্প্রতিক জাতীয় স্তরে পিঁয়াজের দাম ১৫০ টাকার বেশি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস অবস্থা থেকে সুরাহা দিতে বিপণন বিভাগ 'ওনিঅন মার্কেটিং ইন্টারভেনশন স্কিম ২০১৯' চালু করে দ্রুত কার্যকরী করা হয়েছে। ৩১শে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত — ১৩১টি সুফল বাংলা বিপণনকেন্দ্র, ৯৩৪টি ন্যায্য মূল্যের দোকান (খাদ্য দপ্তরের অধীনে) থেকে এবং ১০৫টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে জেলায় জেলায় জনসাধারণকে ৫৯ টাকা কেজি দরে পিঁয়াজ বিক্রয় করা হয়েছে।

কৃষিজ বিপণনে আরও বেশি বিনিয়োগ করতে এবং কৃষকবন্ধুদের আরও বেশি করে ন্যায্য মূল্যের ব্যবস্থা করতে WBAPM (R) আইনে ২০১৪ এবং ২০১৭ সালে দু-দুবার যথোপযুক্ত পরিবর্তন আনা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কৃষিজ বিপণন পর্ষদ (WBAMB) অত্যাধুনিক 'অন-লাইন ইন্টিগ্রেটেড ইলেকট্রনিক সিঙ্গেল প্ল্যাটফর্ম পারমিট (ই-পারমিট)' সিস্টেম চালু করেছে, যার মাধ্যমে রাজ্যব্যাপী দ্রুত ও হয়রানি ছাড়াই কৃষিজ পণ্যের লেনদেন সহ সমস্ত কাজই করা যাবে।

আমি, কৃষিজ বিপণন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩ খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগ

'খাদ্যসাথী' প্রকল্পে ৯.১৬ কোটি উপভোক্তা খাদ্যসুরক্ষা পাচ্ছেন।

এই কাজ লক্ষ্যণীয়ভাবে সফল করতে ৫০০'র বেশি সরবরাহকারী সংস্থা এবং ২০,০০০-এর বেশি ন্যায্য মূল্যের দোকানের মাধ্যমে নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য অত্যন্ত সুলভ মূল্যে দেওয়া হচ্ছে।

রাজ্যের দুঃস্থ এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলের অধিবাসী যেমন — আয়লা ক্ষতিগ্রস্ত ব্লক, জঙ্গলমহল, দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলার পার্বত্য অঞ্চল এবং চা বাগানের আর্থিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠীর মানুষজনের জন্য চালু খাদ্য সুরক্ষার স্পেশাল প্যাকেজের আওতায় ৫০ লক্ষের বেশি মানুষকে সংযুক্ত করা হয়েছে।

বিগত KMS-অর্থবর্ষে (২০১৮-১৯) রাজ্য সরকার এর মাধ্যমে ১১.০৫ লক্ষ কৃষক ভাইদের কাছ থেকে ৪০.৮১ লক্ষ মেট্রিকটন ধান সংগ্রহ করেছে।

চলতি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত আরও ৫.২৩ লক্ষ মেট্রিকটন ধান অতিরিক্তভাবে সংগৃহীত হয়েছে।

২০১১ সালে যেখানে ধান সংরক্ষণের ক্ষমতা ছিল ৬৩,০৪৪ মেট্রিকটন, সেখানে ২০১৯ সালে সেই ক্ষমতা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯,৫৪,৩৭৪ মেট্রিকটন। উল্লেখ্য ২০২১-এর মার্চের মধ্যে এই লক্ষ্যমাত্রা ১২,০৯,০৭৪ মেট্রিকটন হবে বলে আশা করা যায়। ২০২০'র মার্চের মধ্যেই খাদ্যশস্য সংগ্রহ ১১,০০,২৪৪ মেট্রিকটন ছুঁয়ে যাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

খাদ্য দপ্তর চা বাগানগুলিতে মডেল ফেয়ার প্রাইস শপ তৈরির কাজ শুরু করেছে। এখন পর্যন্ত ১৫৫ টি ন্যায্য মূল্যের দোকান (FPS) তৈরি হয়ে গেছে। এগুলি হল দার্জিলিঙে ২৬টি, জলপাইগুড়িতে ৭৯টি, কালিম্পং-এ ৬টি এবং আলিপুরদুয়ারে ৪৪টি। ২০২০'র মার্চের মধ্যেই বাকি আরও ১১টি ন্যায্য মূল্যের দোকান (FPS) তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রাজ্য সরকার প্রত্যেক খাদ্যসাথী উপভোক্তাকে ডিজিটাল রেশন কার্ড প্রদান করেছে। ১৯,০০০ ফেয়ার প্রাইস শপ (FPS) কে e-PoS মেশিন দেওয়া হয়েছে।

খাদ্য দপ্তর 'নন সাবসিডাইজড ডিজিটাল রেশন কার্ড' নামে একটি কার্ড চালু করেছে, তাদের জন্য যারা ভর্তুকিতে খাদ্যদ্রব্য পাবার যথার্থ উপভোক্তা নন।

আমি, খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮,৩৯০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪ খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগ

এই রাজ্য ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে ২৯.৫৫ মিলিয়ন টন সবজি উৎপাদন করেছে। ২০১৭-১৮ অর্থবর্ষে রাজ্য ২৭.৭০ মিলিয়ন টন সবজি উৎপাদন করেছিল। সমস্ত দেশের সবজির প্রায় ১৫.৯ শতাংশই বর্তমানে এই রাজ্যে উৎপাদিত হচ্ছে (৩য় আগাম অনুমানসূচক অনুযায়ী)।

রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে এবং উত্তরবঙ্গে সবজি, ফল, মশলা ও ফুল চাষে বিশেষ উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে। পশ্চিমাঞ্চলে অতিরিক্ত ৩,৬৮৭ হেক্টর জমিকে এবং উত্তরবঙ্গে ১,০৯০ হেক্টর জমিকে বাগিচা প্রসারণের জন্য চাষযোগ্য করে গড়ে তোলা হয়েছে।

পুনের 'ন্যাশনাল রিসার্চ সেন্টার ফর গ্রেপস'-এর সহযোগিতায় বাঁকুড়া জেলায় পরীক্ষামূলকভাবে দানাবিহীন আঙুর চাষ করা হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় বাণিজ্যিকভাবে সফল নতুন ধরনের ফল 'ড্রাগন' ফল ও 'স্ট্রবেরি' চাষ করা হচ্ছে।

ইজরায়েলের MASHAV-এর সহায়তায় হুগলি জেলায় উন্নতমানের সবজি উৎপাদনের জন্য 'সেন্টার অফ এক্সেলেন্স ফর ভেজিটেবলস' গড়ে তোলা হয়েছে।

উদ্যানপালক কৃষকদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে ৩০টি 'ফার্মার প্রোডিউসার্স অরগানাইজেশন' (FPOs) গঠন করা হয়েছে, উৎপাদন, বাগিচাজাত শস্য সংগ্রহ ও বিপণনে সহায়তা করার জন্য।

নদিয়ার আয়েশপুর নার্সারিতে প্রায় ১৮ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের ফল ও বাগিচা ফসলের চাষ করার কাজ হাতে নেওয়া হবে। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার মোহিতনগর নার্সারিতেও ৬ লক্ষ বিভিন্ন ধরনের ফল ও বাগিচা ফসলের চাষ আগামী অর্থবর্ষে শুরু হবে।

আমি, খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও উদ্যানপালন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৫ প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগ

রাজ্যে ২০১৯-২০ সালে ১০ লক্ষ পালকদের হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণ করার জন্য বার্ষিক ডিম উৎপাদন ১২ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ৯৫৯ কোটি, যেখানে ২০১৮-১৯ সালে ডিম উৎপাদন হয়েছিল ৮৬০ কোটি।

চলতি বছরে ইতিমধ্যেই ৬৪ লক্ষ হাঁস-মুরগির ছানা ৬.৮৫ লক্ষ পালকদের মধ্যে বিতরণ করা সম্ভব হয়েছে এবং পরিকল্পনা রয়েছে ৩.১৫ লক্ষ পালকদের মধ্যে আরও ১৫.৭৫ লক্ষ হাঁস-মুরগির ছানা বিতরণ করার।

সরকার হাঁস-মুরগি পালনে উৎসাহ দিতে 'স্টেট ইনসেনটিভ স্কিম, ২০১৭'-র আওতায় কমার্শিয়াল লেয়ার পোল্ট্রি এবং পোল্ট্রি ব্রিডিং ফার্ম চালু করেছে। ১৬০ কোটি টাকা ব্যয়ে এই ধরনের ৪১টি পোল্ট্রি ফার্মের অধীনে ১৭.৫০ লক্ষ লেয়ার পোল্ট্রি ফার্মের কাজ শেষ হয়েছে। যার ফলে অতিরিক্ত ৫০.৯৫ কোটি ডিম উৎপাদিত হয়েছে। এছাড়াও ১৫১ কোটি টাকা ব্যয় নির্বাহ করে আরও ৩৮টি প্রকল্পের জন্য ১৫.৪০ লক্ষ কমার্শিয়াল লেয়ার পোল্ট্রি ফার্ম-এর কাজ চলছে। এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হলে বছরে অতিরিক্ত ৯৬ কোটি ডিম উৎপাদন সম্ভব হবে। এর ফলে অন্যান্য রাজ্যগুলি থেকে ডিম আমদানি করার প্রয়োজনীয়তা অনেক কমে যাবে।

রাজ্যে ডিম উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে নদিয়া জেলার কল্যাণীতে ৩১ কোটি টাকা ব্যয়ে ৩ লক্ষ লেয়ার বিশিষ্ট কমার্শিয়াল লেয়ার ফার্ম তৈরি হতে চলেছে, যেখানে বছরে ৯.১০ কোটি ডিম উৎপাদন করা সম্ভব হবে। চলতি আর্থিক বছরেই এই প্রকল্পের কাজ চালু হয়ে যাবে।

প্রাণীসম্পদ উন্নয়নের ক্ষেত্রে গরু-মহিষ ইত্যাদি ৩৭.৫৩ লক্ষ গবাদিপশুর কৃত্রিম প্রজনন ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে এবং ২০১৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত ১০.৮৬ লক্ষ বাছুর জন্মলাভ করেছে।

রাজ্যে ব্রয়লার মুরগির চাহিদা নিরসনের জন্য জলপাইগুড়ি জেলার জোতিয়াকালিতে ১২.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করে ৩০ হাজার ব্রিডার ক্যাপাসিটি সম্পন্ন ব্রয়লার ব্রিডিং ফার্ম চালু হতে চলেছে, যেখানে বার্ষিক ৩০ লক্ষ ব্রয়লার মুরগি উৎপাদিত হবে।

৩৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে দার্জিলিং জেলার ফাঁসিদেওয়া ব্লকে মডার্ন চিকেন অ্যান্ড পর্ক প্রসেসিং প্ল্যান্ট গঠন করা হয়েছে, যেখানে দৈনিক ৮ মেট্রিক টন মুরগির মাংস এবং ৮ মেট্রিক টন পর্ক উৎপাদিত হবে।

প্রাণীস্বাস্থ্য উন্নয়নের লক্ষ্যে ১০৬টি মোবাইল ভেটেরিনারী ক্লিনিকস্ (MVC) চালু করা হয়েছে, যার দ্বারা ২০১৯-এর অক্টোবর মাস পর্যন্ত রাজ্যের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলিতে ১১.৩৪ লক্ষ খামার পালকদের দ্বারে-দ্বারে পশুস্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেওয়া গেছে।

আমি, প্রাণীসম্পদ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫৬৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৬ মৎস্য বিভাগ

সরকার বছরে হেক্টর প্রতি ১২,০০০ কেজি বড়ো আকারের মাছ উৎপাদন নিশ্চিত করতে ২০১৯-২০ অর্থবর্ষেই রাজ্যের ১৯টি জেলা মিলিয়ে ১৮০ হেক্টর জলাশয়কে কেন্দ্র করে ময়না মডেল চালু করেছে। বড়ো জলে বড়ো মাছ স্কিম চালু করে ইতিমধ্যেই ১৫২টি বড়ো জলাশয় সংরক্ষণ করে ২ কেজি বা তার বেশি বড়ো মাছের চাষ শুরু হয়ে গেছে।

২০১৯-২০ সালে সারা রাজ্যে ‘জল ধরো জল ভরো’ প্রকল্পে ১,৩৮৩ হেক্টরে ১৪,২৩২টি পুকুর খনন করা হয়েছে।

ওই একই অর্থবর্ষে ৩০০ লক্ষের মতো মাছের পোনা এবং ৫,০০০ মেট্রিক টন মাছের খাবার ৩৫,০০০ জন মৎস্য চাষির মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

পশ্চিম বর্ধমান জেলার ২১টি পরিত্যক্ত অগভীর কয়লা খনিগুলিকে মাছ চাষের কাজে লাগানো হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে রঙিন মাছ চাষকে সম্বল করে ৭০ জন মহিলা আর্থিক সহায়তা লাভ করেছেন। ওই একই অর্থবর্ষে ছোটো জলাশয়ে দেশি মাগুর মাছের চাষের জন্য ১,৬২২ জন আদিবাসী মৎস্যচাষি আর্থিক সাহায্য লাভ করেছেন।

১০টি হিমঘর, ৮টি বরফকল, ১২টি মৎস্য বিপণন কেন্দ্র এবং ৬টি মৎস্য আহরণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হয়েছে। ১৪টি বিলকে (OX-BOW LAKES) পুনঃসংস্কার ও পুনরুদ্ধার করার কাজ হাতে নিয়ে মাছ চাষের উপযোগী করা হয়েছে। মেদিনীপুরের কাঁথি এবং ডায়মন্ড হারবার অঞ্চলের ৫৩টি খুটি সোসাইটির মাধ্যমে শুটকি মাছ প্রক্রিয়াকরণকেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

ওল্ড এজ পেনশন স্কিম-এর অধীনে ৮,৫০০ জন বৃদ্ধ ও অক্ষম মৎস্যজীবীকে মাসিক ১,০০০ টাকা পেনশন দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে। ৩,৬৫৬টি ডিসট্রেস অ্যালার্ট ট্রান্সমিটার (DAT) বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে দুঃস্থ মৎস্যজীবীদের জীবিকানির্বাহের সুবিধার্থে ৫,৪৬০টি বাক্সসহ সাইকেল, ১,৪৩৩টি জাল এবং হাঁড়ি বিতরণ করা হয়েছে। ২৯০ জন আদিবাসী মৎস্যজীবীকে বাড়ি তৈরির জন্য মাথাপিছু ১ লক্ষ টাকা করে অর্থসাহায্য দেওয়া হয়েছে।

আমি, মৎস্য বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩৪০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৭ পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগ

MGNREGA'র অধীনে পশ্চিমবঙ্গ সমগ্র দেশের মধ্যে নিজেকে সাফল্যের চূড়ায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। ২০১৮-১৯ অর্থবর্ষে এই রাজ্য ৩৩.৮৩ কোটি শ্রমদিবস তৈরি করে সর্বোচ্চ রেকর্ড ছুঁয়েছে। আর চলতি বছরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪.৫৫ কোটি শ্রমদিবস তৈরি হয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ বছরে গড় শ্রমদিবসে ঘরপিছু ৭৭ দিনের কাজ পাওয়া সুনিশ্চিত হয়েছে। এই চলতি অর্থবর্ষের শেষে এটা অনেকটা বেড়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত ৫৮,৮৪৬টি জল সংরক্ষণ এবং জলসঞ্চয় পরিকাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

যে সকল অঙ্গনওয়াড়ি কেন্দ্রের নিজস্ব ভবন ছিল না, চলতি বছরে তাদের মধ্যে থেকে ১,০৯৯টি কেন্দ্রের নিজেদের ভবন তৈরি চালু হয়ে গেছে।

বাংলার আবাস যোজনায় ২০১৮-১৯ আর্থিক বর্ষে ৫,৮৫,৮৬৯টি বাড়ি তৈরির অনুমোদন পেয়েছে। এর মধ্যে ৫,৫৬,৯০৩টি বাড়ি তৈরির কাজ সম্পূর্ণ হয়েছে। বর্তমান অর্থবর্ষে ৮,১২,০৬৯ জন উপভোক্তাকে বাড়ি তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে এর মধ্যে ৭,৫৪,০৭৪ জন উপভোক্তা বাড়ি তৈরির প্রথম বা তার পরের কিস্তির টাকা ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯-এর মধ্যেই হাতে পেয়েছেন।

বাংলার গ্রামীণ সড়ক যোজনায় ১৬,৫৬১.৬২ কোটি টাকার প্রকল্প ব্যয় ধরে ৩৫,৬১১.৪১ কিমি রাস্তা তৈরির অনুমোদন পাওয়া গেছে। সড়ক নির্মাণের কাজে বিগত বছরে (২০১৮-১৯) ২০১০.০৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে যা অন্যান্য বছরের তুলনায় সর্বাধিক। চলতি অর্থবর্ষের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১,১৩৯ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই ব্যয় হয়েছে। বছরশেষে এই অর্থ বরাদ্দ বিগত বছরগুলির হিসাব-কে অতিক্রম করে যাবে বলে মনে করা যায়। ২০১৮-১৯ সালে ৫,১১১.৮২ কিমি রাস্তা নতুন করে তৈরি করা হয়েছে যা আগের বছরগুলির তুলনায় সর্বাধিক এবং সমগ্র দেশের নিরিখে অন্যতম সেরা। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে আরও ১,১৬৫ কিমি রাস্তা নতুন করে তৈরি হয়েছে এবং ৩,৫০০ কিমি রাস্তার কাজ বিভিন্ন ধাপে শেষ হওয়ার মুখে। সমস্তটা শেষ হয়ে গেলে রাজ্যের গ্রামীণ সড়ক যোজনার ফেজ-১ সম্পূর্ণ হবে। 'মিশন নির্মল বাংলা'র অধীনে ২০১২-১৩ সাল থেকে শুরু করে এপর্যন্ত মোট ৭১,৪০,৪২১টি বাড়িতে ঘরোয়া শৌচালয় তৈরির কাজ শেষ হয়েছে। এর ফলে এই রাজ্যের সমস্ত জেলা ও গ্রাম পঞ্চায়েত এখন উন্মুক্ত শৌচকর্ম মুক্ত (ODF) বলে চিহ্নিত হয়েছে। এছাড়াও ২,৩৮০টির মতো সর্বসাধারণের ব্যবহৃত শৌচালয় তৈরি করা হয়েছে।

২০১৯'-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ২২,৭০,৩৭৪ জন উপভোক্তাকে NSAP-এর অধীনে ভাতা দেওয়া হয়েছে। এই খাতে চলতি অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ব্যয় হয়েছে ৯৪০ কোটি টাকা। ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত এই (NSAP) কর্মসূচির আওতায় ১৪.১৭ লক্ষ বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, ৭.৭৭ লক্ষ বিধবা, ৬২,৭৭৫ জন দুঃস্থ-অক্ষম ও ১৩,৫৯৯ টি দুঃস্থ পরিবারকে অর্থ সাহায্য দেওয়া গেছে।

এই রাজ্যে WBSRLM-এর অধীনে ৮ লক্ষের বেশি মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠী তৈরি করা হয়েছে এবং তাদেরকে আনন্দধারা-র অধীনে আনা হয়েছে। এঁদেরকে নিয়ে ৩৭,৩৫৩টি উপসঙ্ঘ এবং ৩,৩৩৬টি সঙ্ঘ তৈরি করা হয়েছে। ৩,২৮১টি সঙ্ঘকে আবার পশ্চিমবঙ্গ কো-অপারেটিভ সোসাইটি আইনের অধীন মাল্টিপারপাস প্রাইমারি কো-অপারেটিভ সোসাইটির সঙ্গে নথিবদ্ধ করা হয়েছে।

এই আর্থিক বছরে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি ১১,৩৬৮.৯০ কোটি টাকা ঋণ হিসাবে পেয়েছে। ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬,৬২,২৩৪টি স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে ঋণের আওতায় আনা হয়েছে এবং এদের ৮,৭০০ কোটি টাকা ঋণ ব্যালান্স রয়েছে।

আমি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২০,৭৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৮ সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ

সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগ দুর্গাপুর ব্যারেজ, দায়ুক ব্যারেজ, মহানন্দা ব্যারেজ এবং মশানজোড় বাঁধের পুনঃসংস্কার করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে।

১টি প্রধান সেচ প্রকল্প এবং ১৮টি মধ্যম ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পের মাধ্যমে ২০১৯-২০ বর্ষে অতিরিক্ত ১৩,৮০০ হেক্টর কৃষিজমিকে সেচসেবিত করে তোলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই চালু থাকা ৩৮টি মধ্যম ও ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্পকে পুনঃসংস্কার করে অতিরিক্ত ৮,৮০০ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত করা হয়েছে।

প্রায় ১ দশক পর খরিফ শস্যের সেচ ব্যবস্থার জন্য পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুরের নদীবাঁধ সংস্কার করে ১২,৬০০ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত করে গড়ে তোলা হয়েছে। আসন্ন বোরো ও রবিশস্য মরশুমে ২.৬৪ লক্ষ হেক্টর চাষযোগ্য জমিকে সেচ খালের মাধ্যমে সেচসেবিত করা হবে।

২০১৯-২০ বর্ষে ৭৬ কিমি বন্যাপ্রবণ ও নদীপাড় ক্ষয় রোধকারী নদীবাঁধগুলির উন্নয়ন করা হয়েছে। এছাড়াও ৩৬ কিমি দীর্ঘ সেচখাল খনন করা হয়েছে। ঘাটাল মাস্টার প্ল্যানের কাজ রাজ্য সরকারের নিজ-অর্থে পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্ক এবং এশিয়ান ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট ব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ওয়েস্ট বেঙ্গল মেজর ইরিগেশন অ্যান্ড ফ্লাড ম্যানেজমেন্ট প্রোজেক্ট নামে, DVC সেচ নালা ব্যবস্থার আধুনিকীকরণের জন্য ২,৯৩২ কোটি টাকার একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

আমি, সেচ ও জলপথ পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৮২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৯ জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগ

২০১৯-২০ সালে এই বিভাগ রাজ্যের মোট ৬০,০০০ হেক্টর জমি সেচসেবিত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছিল। চলতি বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত ২,৪৮৭টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের মাধ্যমে মোট ৫৪,৭৬০ হেক্টর জমিকে সেচসেবিত অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত ‘জলধরো জলভরো’ কর্মসূচির অধীনে ২৯,৩৪৮টি পুকুর বা জলাশয় খননকরা বা সংস্কার করার কাজ শেষ হয়েছে।

‘জলতীর্থ’ ও অন্যান্য জলসম্পদ কেন্দ্রীক কর্মসূচির অধীনে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৭২১টি সেচপ্রকল্প তৈরি করে মোট ১৯,১১৩ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় নিয়ে আসা গেছে।

রাজ্যে রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড (RIDF)-এর অধীনে চলতি বছরের ডিসেম্বরের মধ্যেই ১,৩৮৬টি ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্প চালু করে মোট ২৬,১৪৫ হেক্টর জমিতে সেচের কাজ করা হয়েছে।

বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ওয়েস্ট বেঙ্গল অ্যাকসিলারেটেড ডেভেলপমেন্ট অফ মাইনর ইরিগেশন প্রোজেক্ট (WBADMIP)-এর গৃহীত ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের অধীনে ২৯৮টি সেচ প্রকল্পের কাজ শেষ হয়েছে। এতে মোট ২,৪৬৯ হেক্টর জমিকে সেচযোগ্য করে তোলা হয়েছে।

২০১৯-২০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যেই সর্বমোট ৮,৬২৮ জন উপভোক্তাকে নিয়ে ১৯০টি জলসম্পদ ব্যবহারকারী সমিতি গঠন করা হয়েছে।

২০১১-১২ সাল থেকে নিয়ে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত দক্ষিণ ২৪ পরগনার লবণাক্ত উপকূলীয় অঞ্চলে ২০৪.৮২ কিমি পুরোনো মজে যাওয়া খাঁড়িগুলিকে পুনঃখনন করে প্রায় ৬,৬২৮.৫ হেক্টর এলাকাকে সেচসেবিত করা হয়েছে।

পরিবেশবান্ধব সৌরবিদ্যুৎ ব্যবহার করে ১৪২টি সেচ পরিকাঠামো মূলক কর্মসূচি রূপায়ণ করে মোট ৯৪৯ হেক্টর জমিকে সেচের আওতায় আনা গেছে। এই ধরনের ১৪৫টি সেচ ব্যবস্থা কার্যকর করে ২০১১-১২ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত মোট ৬৭৭ হেক্টর জমিকে সেচযোগ্য করা সম্ভব হয়েছে।

আমি, জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১০ সমবায় বিভাগ

এই বিভাগ ৯,৬৪,১৮৭ সংখ্যক কৃষক সদস্যদের ২,৬৩৯.৯৬ কোটি টাকা শস্য ঋণ হিসাবে ৩০.১১.২০১৯ অবধি প্রদান করেছে।

RIDF/WIF-এর অধীনে ৩,৭৫০ মেট্রিক টন ধারণক্ষমতা সম্পন্ন তিনটি গুদামঘর নির্মাণ বর্তমান বছরেই শেষ হবে।

এছাড়াও সমবায় বিভাগ চলতি বছরেই ২০৮.৮৭ কোটি টাকা ব্যয় করে আরও ২০টি গুদামঘর নির্মাণের কাজ হাতে নিয়েছে, এর প্রতিটি গুদামঘরের ধারণক্ষমতা হবে ১০ হাজার মেট্রিক টন।

চলতি বছরেই RKVY-এর অধীনে বিভিন্ন সমবায় সংস্থাগুলি ৯.৬৩ কোটি টাকা ব্যয় করে গ্রামাঞ্চলে ৫,৫০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ৫৫টি গ্রামীণ শস্যাগার নির্মাণ করা হয়েছে। এছাড়াও ১৪.৫৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮,৩০০ মেট্রিক টন ধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন আরও ৮৩টি গ্রামীণ শস্যাগার নির্মাণের কাজ চলতি অর্থবর্ষে হাতে নেওয়া হয়েছে।

সমবায় বিভাগ চলতি বছরে ১,০৫,৭৬২ সংখ্যক স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে ৭০৪.৮৪ কোটি টাকা ঋণ মঞ্জুর করেছে।

২০১৮-১৯ KMS বর্ষে রাজ্যের সমবায় সমিতিগুলি/BENFED/CONFED -এর মাধ্যমে ১৬.৫৩ লক্ষ মেট্রিক টন ধান সংগ্রহ করা হয়েছে।

রাজ্যের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাঁস-মুরগি পালন এবং ছাগল প্রজননের কাজে যুক্ত করে প্রায় ১ লক্ষ মহিলাদের হাঁস-মুরগি ও ছাগল প্রতিপালনের জন্য ১৮০ কোটি টাকা ঋণ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের অনুন্নত অঞ্চলের মানুষজনকে আর্থিক সুবিধা দেওয়ার জন্য, সমবায় সমিতির মাধ্যমে প্রায় ২,৬৩১টি PACS কেন্দ্রে গ্রাহক পরিষেবা কেন্দ্র (CSP) তৈরি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ২,২০৪ PACকে ১৯৯.২৬ কোটি টাকা আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যে কৃষিজ উন্নয়নের লক্ষ্যে ফার্ম মেশিনারি হাব (Custom Hiring Centre) গঠন করা হচ্ছে। এভাবে ৩৪০টি সমবায় সমিতিকে এই সহায়তা দেওয়া হয়েছে, যার জন্য খরচ হয়েছে ১০২.৯৯ কোটি টাকা।

আমি, সমবায় বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৯৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১১ বন বিভাগ

২০১৭ সাল থেকে ২০১৯-এর অক্টোবর পর্যন্ত 'সবুজশ্রী' প্রকল্পে মোট ২৯,৯৮,৬০১ চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষের সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী বনভূমি এবং শহর-নগরের জনপদ মিলিয়ে ৮,০৩২.০৪২ হেক্টর জমিতে বনসৃজন করা হয়েছে। এছাড়াও এক কোটিরও বেশি চারাগাছ বিতরণ করা হয়েছে।

Forest Survey of India'র দ্বিবার্ষিক তথ্য India State of Forest Report 2019 অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে বনাঞ্চল বৃদ্ধি হয়েছে ৫৫ বর্গকিমি, যা গত ২ বছরের তুলনায় ০.৩৩ শতাংশ বৃদ্ধি। এর মধ্যে ঘনত্বের বিচারে ২৫ বর্গকিমি গভীর অরণ্য, ১৩ বর্গ কিমি মধ্যম অরণ্য এবং ১৭ বর্গ কিমি উন্মুক্ত অরণ্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৯ সালে রাজ্যের জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান এবং গরুমারা জাতীয় উদ্যান ছাড়াও ভারতীয় একশৃঙ্গ গন্ডারের স্বাভাবিক বাসস্থান হিসাবে কোচবিহার জেলার পাতলাখাওয়া বনাঞ্চল নতুন করে স্বীকৃতি পেয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলার বক্সা ব্যাঘ্র সংরক্ষিত বনাঞ্চলের রাজাভাত খাওয়া বনভূমিকে শকুন সংরক্ষণ ও প্রজনন কেন্দ্র (VCBC) রূপে গড়ে তোলা হয়েছে। সমগ্র দেশে এটা দ্বিতীয় বৃহত্তম।

JICA-র সহায়তা প্রাপ্ত ওয়েস্ট বেঙ্গল ফরেস্ট অ্যান্ড বায়োডাইভারসিটি কনজারভেশন প্রোজেক্ট (WBFBCP) কে কাজে লাগিয়ে ৬০০টি JFMC 'র মাধ্যমে ৪০টি আধুনিক নার্সারিতে ৮০ লক্ষ গাছের চারা সৃষ্টি করা হয়েছে।

গত ২৯ শে জুলাই ২০১৯, আন্তর্জাতিক ব্যাঘ্র দিবসে বন বিভাগের উদ্যোগে মাননীয় বনমন্ত্রী আলিপুর চিড়িয়াখানার অ্যানাকোন্ডা এনক্লোজার ও হায়না বিতানটি উদ্বোধন করেন।

২০১৯-এর ৫ই মার্চ শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে একটি প্রকৃতি বিষয়ক তথ্য আহরণ কেন্দ্র খোলা হয়েছে।

পর্যটকদের জন্য শিলিগুড়ির বেঙ্গল সাফারিতে ট্র্যাকলেশ টয় ট্রেন চালু করা হয়েছে।

আমি, বন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সামাজিক পরিকাঠামো

৪.১২ স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগ

রাজ্যের ৪২টি সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের (SSH) মধ্যে ৪০টিতে OPD ও IPD পরিষেবা চালু হয়েছে। পুরুলিয়া জেলার হাতুয়ারাতে ৪১তম সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে OPD পরিষেবা ২০১৯-এই চালু হয়ে গেছে।

সরকারি মেডিকেল কলেজের সংখ্যা ২০১০-১১-তে ছিল ১০টি, যা ২০১৯-২০ সালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৮টিতে। এছাড়াও আরও ৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজ গঠিত হতে চলেছে।

প্রায় ১.৫ কোটি পরিবারের ৭.৫ কোটি মানুষ 'স্বাস্থ্যসাথী' প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। এই প্রকল্পের অধীনে থাকা উপভোক্তাগণ নিখরচায় ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত কভারেজ পেতে পারেন। ১,৫১৮টি হাসপাতাল ও নার্সিংহোমে এই প্রকল্পের অধীনে চিকিৎসা পরিষেবা

পাওয়া যাচ্ছে। এই প্রকল্পে যেখানে ২০১৮-১৯ সালে ৫.২ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা দিতে ৫০৩.৫০ কোটি অর্থমূল্যের পরিষেবা ব্যয় হয়েছিল, ২০১৯-২০ সালে ৮.৯৯ লক্ষ রোগীর চিকিৎসা বাবদ ৯০৬.৫৩ কোটি পরিষেবা ব্যয় হয়েছে।

১৪টি 'মাদার অ্যান্ড চাইল্ড হাব' (M & CH)-এর মধ্যে ৯টি ইউনিট চালু হয়ে গেছে। এছাড়াও চিত্তরঞ্জন সেবাসদন; ক্যানিং SDH; মালদা জেলার শিলামপুর BPHC ও সুজাপুর PHC এবং মুর্শিদাবাদ জেলার অনুপনগর RH — এই ৫টি M & CH ২০২০-২১ এর মধ্যেই চালু হয়ে যাবে।

নবজাতকদের সুরক্ষিত জন্ম ও প্রসূতি মায়েদের জন্য ১২টি 'ওয়েটিং হাটস্' ইতিমধ্যেই চালু হয়েছে। এছাড়াও আলিপুরদুয়ারে বীরপাড়া SGH এবং হাওড়া জেলার আমতা ২নং ব্লকে জয়পুর BPHC — এই দুটি 'ওয়েটিং হাট্স' গঠনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

২৪×৭ এমার্জেন্সি ট্রান্সপোর্টেশন সার্ভিস 'মাতৃযান' চালু করা হয়েছে, যার দ্বারা ২০১৯-এর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৮০৪টি অ্যাম্বুলেন্সে (মাতৃযান) ১০.৪৪ লক্ষ রোগীকে পরিবহন করা সম্ভব হয়েছে।

২০১৮-১৯ এবং পরবর্তী ৫ বছরে ১০,৩৫৭টি সাব সেন্টার এবং নির্বাচিত PHC গুলিকে 'সু-স্বাস্থ্যকেন্দ্র' রূপে উন্নত করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরে ১৬২টি সাব সেন্টার এবং ২৬৮টি PHC-কে 'সু-স্বাস্থ্যকেন্দ্র' রূপে উন্নত করা হয়েছে। এছাড়াও ১,৮০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে ২০১৯-২০ সালের মার্চ মাসের মধ্যে 'সু-স্বাস্থ্যকেন্দ্র' রূপে উন্নত করার পরিকল্পনা রয়েছে।

৪৪টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট (CCU) এবং ২৫টি হাই ডিপেন্ডেন্সি ইউনিট (HDU) অর্থাৎ ৬৯টি ক্রিটিক্যাল কেয়ার ফেসিলিটি চালু হয়েছে। এই ইউনিটগুলিতে ১,৮২,০০০-এরও বেশি সংখ্যক রোগী ক্রিটিক্যাল কেয়ার চিকিৎসা পরিষেবা পেয়েছেন।

Institutional Delivery-র সংখ্যা ২০১৮-১৯-এর ৯৭.৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২০১৯-২০ বর্ষে ৯৮.৫ শতাংশ হয়েছে। ২০১১ সালে যা ছিল মাত্র ৬৮.১ শতাংশ।

প্রসূতি মৃত্যুহার বিগত ২০১৮ সালে ছিল প্রতি ১ লক্ষে ১০১ জন, তা থেকে কমে এসে ২০১৯ সালে ৯৪ জন হয়েছে। উল্লেখ্য, প্রসূতি মৃত্যুর জাতীয় গড় হার প্রতি লক্ষে ১২২ জন এবং ২০১১ সালে এই হার ছিল প্রতি লক্ষে ১১৭ জন।

রাজ্যে নবজাতকদের মৃত্যুহার এখন প্রতি হাজারে দাঁড়িয়েছে ২৪-এ। যা গত বছরে প্রতি হাজারে ২৫ ছিল। যেখানে সর্ব ভারতীয় শিশুমৃত্যুর গড় হার প্রতি হাজারে ৩৩ জন।

শ্রীরামপুরে একটি নতুন নবজাতক শুশ্রষাকেন্দ্র (SNCU) চালু করা হয়েছে যার ফলে নবজাতক শুশ্রষাকেন্দ্রের সংখ্যা বেড়ে ৭০টি হয়েছে। সেইসঙ্গে আরও ২,৫২৩টি নতুন শয্যা চালু করা হয়েছে।

১১৭টি ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান কার্যকরী হয়েছে।

এখন রাজ্যে ১৪৯টি সর্বাধিক সুবিধাজনক ন্যায্যমূল্য রোগনির্ণয় কেন্দ্র ও ডায়ালিসিস কেন্দ্র বিশেষত ৩৯টি ডায়ালিসিস ইউনিট সহ কেন্দ্রগুলি চালু রয়েছে। এই কেন্দ্রগুলিতে ৩৯৪.৫৬ কোটি টাকা ব্যয় নির্বাহ করে ৬৭.৪১ লক্ষ রোগীকে বিনামূল্যে পরিষেবা দেওয়া সম্ভবপর হয়েছে।

আমি, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,৬০৮ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৩ বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ

২০১১ সাল থেকে এ পর্যন্ত ১,৮৭,০০০-টির বেশি অতিরিক্ত ক্লাসরুম তৈরি করা হয়েছে। ৮ কোটিরও বেশি স্কুলের পোশাক, ৭৩ লক্ষ স্কুল ব্যাগ এবং ১৭০ লক্ষ স্কুল জুতো বিদ্যালয় ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে বিতরণ করা হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক মিলিয়ে ১০৮ লক্ষের বেশি ছাত্রছাত্রী-কে বিনামূল্যে স্কুলের পোশাক দেওয়া হয়েছে।

শতকরা ১০০ ভাগ বিদ্যালয় মিড-ডে-মিলের আওতায় এসেছে এবং সর্বশেষ হিসাব অনুযায়ী মিড-ডে-মিল কর্মসূচির অধীনে প্রায় ১১৩ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই সুবিধা পাচ্ছে। ২,৯১৪টি ডাইনিং হল তৈরি হয়ে গেছে এবং আরও ৫০০০-টির বেশি ডাইনিং হল তৈরির কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে।

৪,৬৬৫টি অতিরিক্ত ক্লাসরুম তৈরির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

৬৫টি সরকারি বিদ্যালয়কে ইংরাজি মাধ্যমে পঠনপাঠন চালানোর অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগ 'বাংলার শিক্ষা' (Banglar Shiksha) নামে একটি সম্পূর্ণ নতুন ই-পোর্টাল চালু করেছে।

২০১৯-২০ সালে ৬৭,৬৪৪ জন প্রাথমিক শিক্ষক, ২৬,০০০ উচ্চ প্রাথমিক শিক্ষক, এবং ১৩,৯৬১ জন মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষক-শিক্ষিকার প্রশিক্ষণ সম্পূর্ণ হয়েছে।

কম্পোজিট স্কুলগ্রান্ট ৬৭,৩২১টি প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক এবং ৮,৬০৪টি মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ে জন্য অনুমোদিত হয়েছে।

আমি, বিদ্যালয় শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮,৭৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৪ উচ্চশিক্ষা বিভাগ

বিগত নয় বছরে রাজ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ১২ থেকে বেড়ে হয়েছে ৪২টি। এগুলির মধ্যে ২০টি রাজ্য পোষিত বিশ্ববিদ্যালয়; ১০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১২টি নির্মীয়মান বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়াও ওই একই সময় সীমায় ৫০টি নতুন কলেজ স্থাপিত হয়েছে।

২০১০-১১ সালে যেখানে ১৩.২৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রী এই সুযোগ পেতো, সেখানে ২০১৮-১৯-এর চালু শিক্ষাবর্ষে ২০.৯৭ লক্ষ ছাত্রছাত্রী উচ্চশিক্ষায় নাম নথিভুক্ত করতে পেরেছে।

আমি, উচ্চশিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৫ কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগ

প্রতিবছরে ৬ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ার উদ্দেশ্যে 'উৎকর্ষ বাংলা' প্রশিক্ষণ প্রকল্পের পরিকাঠামো নির্মিত হয়েছে।

রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে ৩৮টি দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ১,৫০২ ট্রেনিং পার্টনারের সহযোগিতায় ২,৪১১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে স্বল্পমেয়াদি প্রশিক্ষণের জন্য নথিভুক্ত করা হয়েছে।

DDUGKY-এর অধীনে ২২টি দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে ২৮টি প্রকল্প রূপায়ণ সংস্থা দ্বারা ৬৯টি কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

PMKVY-CSSM-এর অধীনে ৯৯টি ট্রেনিং পার্টনারের সহযোগিতায় ২৬৬টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

'উৎকর্ষ বাংলা' রাষ্ট্রপুঞ্জের World Summit on the Information Society (WSIS)-এর মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার লাভ করেছে।

'স্বপ্ন ভোর' প্রকল্পের অধীনে নারী ও শিশুকল্যাণ বিভাগের উপযোগী কন্যাশ্রী প্রাপকদের দক্ষতাবৃদ্ধি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

বর্তমানে রাজ্যে সরকারি এবং সরকারপোষিত পলিটেকনিকের সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৭৬টিতে, যেখানে ২০১১ সালে রাজ্যে পলিটেকনিকের সংখ্যা ছিল ৪০টি।

২০১৯ শিক্ষাবর্ষে ১৭টি নতুন স্বয়ম্ভর (Self Financed) পলিটেকনিক ডিপ্লোমা ঔষধ বিদ্যা বিষয়ক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

২০১৯-২০ বর্ষে রাজ্যের পলিটেকনিকগুলিতে অনুমোদিত আসন সংখ্যা পার্শ্বীয় প্রবেশ প্রকল্প সহ এসে দাঁড়িয়েছে ৩৯,৯৪৭টিতে, যেখানে ২০১১ সালের আগে অনুমোদিত আসন সংখ্যা ছিল ১৭,১৮৫টি।

রাজ্য পরিকল্পনার অধীনে মিরিক, আলিপুরদুয়ার, দাশনগরে এবং MSDP-র অধীনে উলুবেড়িয়াতে মোট ৪টি সরকারি পলিটেকনিক নির্মাণের কাজ চলছে।

রাজ্যের ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইন্সটিটিউট (ITI) গুলিতে ২০১৮ থেকে ২০১৯ সালের মধ্যে আসন সংখ্যা ৮০,৮০৯ থেকে বাড়িয়ে ৮৫,৩০০ করা হয়েছে।

M/s. TATA-STRIVE এবং M/s. SIEMENS কোম্পানি দুটির সাথে মৌ-চুক্তির মাধ্যমে রাজ্যের ১১টি সরকারি ITI-র ছাত্র-ছাত্রীকে বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে দক্ষ

মিস্ত্রি হিসাবে গড়ে তুলতে German Dual-VET প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও ১০টি সরকারি ITI-র ছাত্র-ছাত্রীকে Fitter হিসাবে গড়ে তোলার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

Samsung India Electronics Pvt. Ltd.-র সাথে যৌথ উদ্যোগে রাজ্যের ৪টি সরকারি ITI 'Advanced Repair & Industrial Skill Enhancement' (ARISE) নামক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

মেসার্স নন্দী ফাউন্ডেশন 'মাহিন্দ্রা-প্রাইড ক্লাসরুম' প্রকল্পে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি ITI-গুলির ছাত্র-ছাত্রীকে সফট্ স্কিল, লাইফ স্কিল, কমিউনিকেশন স্কিল ও ইন্টারভিউতে সফল হওয়ার উপযোগী প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৪৪টি ITI-এর (যার মধ্যে সরকারি ITI ২৫টি এবং বেসরকারি ITI ১৯টি) ৩,৮১৩ সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রীকে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। টালিগঞ্জের সরকারি ITI-তে অনুষ্ঠিত 'জব উৎসব'-এ ২৯৬ জন প্রশিক্ষিত শিক্ষানবিশকে ৬টি কোম্পানিতে কর্মসংস্থানের জন্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

অষ্টমশ্রেণি উত্তীর্ণ লেভেলে ৬ মাস ব্যাপী স্বল্পকালীন সময়ের বৃত্তিমূলক কারিগরি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে ১,১৫,১৯৮ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই প্রশিক্ষণ-উত্তর দক্ষতার শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে আরও ১,৩০,০০০ জন ছাত্র-ছাত্রীকে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া যাবে।

বৃত্তিমূলক কারিগরি শিক্ষাক্ষেত্রে ১০+২ (যা উচ্চ মাধ্যমিকের সমতুল্য) লেভেলে ২০১৯ সালে ২৩,৪৪৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পাশ করে বেরিয়েছে এবং ২০২০-র মার্চে আরও ২৯,৫৫৮ জন ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

আমি, কারিগরি শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং দক্ষতা উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৬ যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগ

চলতি আর্থিক বছরে বারাসতে বিদ্যাসাগর ক্রীড়াঙ্গণ, নেতাজি ইনডোর স্টেডিয়াম, কিশোর ভারতী স্টেডিয়াম, বারাকপুর স্পোর্টস কমপ্লেক্স, এবং ডায়মন্ড হারবার স্পোর্টস কমপ্লেক্সের — এগুলির পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শুরু হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের টেবিল টেনিস প্রেমীদের কথা মাথায় রেখে বেঙ্গল টেবিল টেনিস অ্যাকাদেমি তৈরি করা

হয়েছে। ক্যানিং সুইমিংপুল ও ক্যানিং স্পোর্টস কমপ্লেক্সের রক্ষণাবেক্ষণ, ঝাড়গ্রাম তিরন্দাজি অ্যাকাডেমি এবং পশ্চিমবঙ্গ ফুটবল অ্যাকাডেমির বার্ষিক রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদির জন্য এই প্রকল্পে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

২০১৯-২০ সালে রাজ্যের আরও ৬টি যুব আবাস যেমন — পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর যুব আবাস এবং মাইথন যুব আবাস; নদিয়ার নবদ্বীপ যুব আবাস ও মায়াপুর যুব আবাস এবং মালদার স্বামী বিবেকানন্দ বহুসুবিধাযুক্ত যুব আবাস এবং সল্টলেকের বিবেকানন্দ যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গণে নব-প্রজন্ম রাজ্য যুব আবাস চালু হয়েছে।

আমি, যুবকল্যাণ ও ক্রীড়া বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৭ তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগ

রাজ্য সরকারের অর্থানুকূল্যে পরিচালিত লোকপ্রসার প্রকল্পের (LPP) অধীনে এখনো পর্যন্ত ১.৯৪ লক্ষ এর বেশি লোকশিল্পী নাম নথিভুক্ত করিয়েছেন। চলতি বছরে এই লোকশিল্পীরা রাজ্যব্যাপী মোট ৩০,০০০-এর মতো অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন।

'স্বাস্থ্যসাথি' স্কিমের অধীনে কেবলটিভি অপারেটর ও তাদের সাব-অপারেটর, কর্মচারী এবং তাদের পরিবার-কেও সংযুক্ত করা হয়েছে এবং এদের সদস্যসংখ্যা ১২,০০০-এর বেশি এবং সর্বমোট এক লক্ষ সদস্য এই সুবিধা পাবে।

'ওয়েস্ট বেঙ্গল পেনশন স্কিম ফর জার্নালিস্ট ২০১৮'-এর অধীনে ষাটোর্ধ্ব সাংবাদিকদের মাসিক ২,৫০০ টাকা করে পেনশন দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। এখনো অবধি ৯৬ জন অবসরপ্রাপ্ত সংবাদিকদের নিয়মিত পেনশন দেওয়া হচ্ছে।

স্বীকৃত সাংবাদিকদের জন্য মাভৈঃ নামে স্বাস্থ্য বিমা চালু করা হয়েছে যাতে এখনও পর্যন্ত ৮৯৫ জন সাংবাদিক নথিভুক্ত হয়েছেন। এখনও পর্যন্ত ১৩১ জন সাংবাদিক এই প্রকল্পে আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

রাজ্য সরকার স্বাস্থ্য সুবিধা প্রকল্পের অধীনে সিনেমা, টিভি প্রোগ্রাম-এর সমস্ত শিল্পী-কলাকুশলী ও কর্মচারিদের গ্রুপ হেল্‌থ ইনস্যুরেন্স-এর আওতায় নিয়ে এসেছে এবং তাদের পুরো প্রিমিয়াম-এর অর্থ দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। ৬ হাজারেরও বেশি প্রাথমিক

সদস্যকে এতে সংযুক্ত করা হয়েছে। মোট উপকৃত ব্যক্তির সংখ্যা ৪৩ হাজার। ২০১৮-১৯ সালে সরকার এই স্কিমে ১.৫ লক্ষ টাকা থেকে বাড়িয়ে ঊর্ধ্বসীমা ৫ লক্ষ টাকা করেছে, যার থেকে সংকটপূর্ণ অসুখের চিকিৎসাভার ব্যয় বহন করা যায়। প্রাথমিক সদস্যদের দুর্ঘটনা জনিত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ ১ লক্ষ টাকা বিমা কভারেজ দেওয়া হয়েছে।

লিটারেসি ও কালচারাল পেনশন স্কিম-এর অধীনে রাজ্য সরকার প্রখ্যাত ও বয়স্ক অভিনেতা-অভিনেত্রীদের আর্থিক সহায়তা দিতে এককালীন পেনশন দেওয়া এবং প্রখ্যাত যাত্রা শিল্পীদের মাসে-মাসে পেনশন দেওয়ার কাজ যথারীতি চালিয়ে যাচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষে ১৪৮ জন শিল্পী-অভিনেতা-অভিনেত্রী এই পেনশন দেওয়া হয়েছে।

রাজ্য সরকার ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের দ্বিশত জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপন কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে বিদ্যাসাগরের স্মৃতিধন্য ঘাটাল বিদ্যাসাগর হাইস্কুল, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয় এবং বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রামের বিদ্যাসাগর স্মৃতিমন্দির-কে তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধীনে সংস্কার ও সংরক্ষণের ব্যবস্থা করেছে।

সরকার ১৩২ কোটি টাকা ব্যয় করে বারুইপুরে পশ্চিমবঙ্গ টেলি আকাদেমি ভবন তৈরির কাজ হাতে নিয়েছে।

২০১৯-এর ৮ থেকে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত কোলকাতার বুকে ২৫ তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (KIFF) সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল। এখানে ৭৬টি দেশের ১৩২টি নির্বাচিত বিদেশি ছায়াছবি সহ মোট ৩৫২টি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। ১৭টি প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে এই চলচ্চিত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। KIFF এখন বাস্তবিকই বিশ্বের অন্যতম বৃহৎ চলচ্চিত্র উৎসবের গৌরব দাবি করতে পারে।

২০১৯-এর ১১ অক্টোবর কোলকাতার রেডরোড কার্নিভাল নামে এক বর্ণাঢ্য বিসর্জন শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়েছিল যাতে কোলকাতার ৭৫টি দুর্গা পূজাকমিটি অংশ নিয়েছিল।

বাংলা সংগীতমেলা অনুষ্ঠানটি বাংলার ৩,০০০ জন বিশিষ্ট শিল্পী-কলাকুশলীদের নিয়ে ২০১৯-এ ৫ থেকে ১২ ডিসেম্বরের মধ্যে কোলকাতার মোট ১০টি সংগীত মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছে। মোট ২৬ জন বিশিষ্ট বাংলা সংগীত শিল্পী সরকার থেকে বিশেষ সংগীত মহাসম্মান, সংগীত মহাসম্মান এবং সংগীত সম্মানে ভূষিত হয়েছেন।

আমি, তথ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.১৮ জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগ

এই বছরে সমাজ কল্যাণ দপ্তরের হোমগুলিতে ২,০০৭টি শিশুকে আবাসিক হিসাবে রাখার ব্যবস্থা করা হয়।

২০১৯ সালে ১১টি বিশেষ পোষিত স্কুলকে প্রাথমিক থেকে অষ্টম শ্রেণিতে উত্তীর্ণ করা হয়েছে।

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে থাকা ১০৭টি প্রতিষ্ঠানের বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীদের জন্য বিভিন্ন উৎসবাদিতে পরিধেয় নতুন পোশাক কেনার জন্য বিভাগ চলতি আর্থিক বছরে ৫০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

এছাড়াও ওই সকল ছাত্রছাত্রীদের এবং বিভিন্ন আবাসিক হোমের ছেলে-মেয়েদের জন্য স্কুলজুতো ও স্কুলব্যাগ কেনার জন্য ৮০.১০ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

বিশেষভাবে সক্ষম (Disability) ছাত্রছাত্রীদের মেধাবৃত্তির অর্থ সাহায্যের পরিমাণ বাড়ানো হয়েছে। এর জন্য পারিবারিক আয়ের ঊর্ধ্বসীমাও বাড়িয়ে বার্ষিক ২ লক্ষ টাকা করা হয়েছে। ফলে আরও বেশি সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী মেধাবৃত্তির আওতায় এসেছে।

সমাজ কল্যাণ দপ্তরের অধীনে থাকা বিভিন্ন আবাসিক হোমগুলিতে আবাসিক হিসাবে থাকার নিয়মাবলির কিছু কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। এখন থেকে আবাসিক ছেলে-মেয়েদের আবাসিক হিসাবে থাকার বয়সের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হয়েছে। তারা তাদের ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অথবা উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা লাভের সময় পর্যন্ত (যেটা আগে হবে) হোমগুলিতে থাকতে পারবেন।

রাজ্যের সর্বত্র ছড়িয়ে থাকা ৮৯টির মতো সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত/সরকার পোষিত/ বেসরকারি এবং সরকারি সাহায্য প্রাপ্ত নয় এমন — সর্বসাধারণের গ্রন্থাগারগুলি এবং সম্পূর্ণ সরকারি গ্রন্থাগারে অ্যাড-হক ভিত্তিক এবং বিশেষরূপে অর্থ সাহায্য করা হয়েছে।

ফলে ভবন ও অন্যান্য রক্ষণাবেক্ষণের কাজে তা ব্যয়িত হবে। এর জন্য সর্বমোট ১০.১২ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

আমি, জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ভূ-প্রাকৃতিক পরিকাঠামো

৪.১৯ জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পানীয় জল (PHE) বিভাগ

জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগ 'বিশেষ পরিকাঠামো নির্মাণ কর্মসূচি' (SIP) গ্রহণের মধ্যে দিয়ে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় নয়টি জলসরবরাহ কর্মসূচি শুরু করতে চলেছে। এর জন্য ব্যয় ধরা হয়েছে মোট ৫,০১১.৯০ কোটি টাকা এবং মোট ৪৯.৬০ লক্ষ গ্রামীণ জনসাধারণ এর দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

JICA, JAPAN-সংস্থাটির আর্থিক সহায়তায় পুরুলিয়ায় ফেজ-১-এর জলসরবরাহ প্রকল্পের কাজ শুরু হয়েছে। এই কাজে ব্যয় ধরা হয়েছে ১,২৯৬.২৫ কোটি টাকা। এর ফলে পুরুলিয়ার ৫টি ব্লকের ৬.৩২ লক্ষ অধিবাসী এবং পুরুলিয়া পৌরঅঞ্চলের ১.৮৫ লক্ষ অধিবাসী উপকার পাবেন।

ADB'র আর্থিক সহায়তায় ২,২৬৮.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে আরও ৩টি পানীয়জল প্রকল্পের কাজ চালু হতে চলেছে। এগুলি হল —PWSS-এর অধীনে বাঁকুড়া জেলার (ফেজ-২) পানীয়জল প্রকল্প—যেখান থেকে ওই জেলার মেজিয়া, গঙ্গাজলঘাঁটি, ইঁদপুর এবং তালড্যাংরা ব্লকের প্রায় ৯.২৯ লক্ষ সাধারণ মানুষ উপকৃত হবেন। অন্যদিকে হাড়োয়া-রাজারহাট ও ভাঙ্গর-২ ব্লকের আর্সেনিক দূষিত অঞ্চলের ৮.০৬ লক্ষ মানুষের উপকারার্থে ভূ-তল PWSS জলপ্রকল্প এবং তৃতীয়টি হল — নন্দকুমার, চণ্ডীপুর ও নন্দীগ্রাম-১ ও ২নং ব্লকের ৫.৪৬ লক্ষ মানুষের লবণাক্ত জল সমস্যা নিরসনে ভূতল PWSS-এর পানীয়জল প্রকল্প।

বীরভূম জেলার তারাপীঠ মন্দির ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের নিকাশী ব্যবস্থার উন্নয়নে গৃহীত প্রকল্পটি শুরু করার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে।

আমি, জনস্বাস্থ্য কারিগরি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২,৭৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২০ পরিবহণ বিভাগ

রাজ্যের ৪০টির মতো বাসস্ট্যান্ড এবং ডিপোর পরিকাঠামোগত উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বাসস্ট্যান্ডগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — সাঁতরাগাছি, যাদবপুর ৮বি, মালবাজার, বিষ্ণুপুর, করুণাময়ী ইত্যাদি।

FAME-I স্কিমের আওতায় ৮০টির মতো ইলেকট্রিক বাস চলছে। অন্যদিকে FAME-II-এর আওতায় অনেকগুলি ই-বাস রাজ্যের বিভিন্ন শহরে চালানো উদ্যোগ চলছে। এগুলি হল — OPEX মডেলে চালিত নিউটাউনে ৫০টি, হলদিয়ায়-৫০টি, দুর্গাপুর-আসানসোলে ২৫টি এবং শিলিগুড়ি- জলপাইগুড়িতে-২৫টি। খুব দ্রুত এগুলি রাস্তায় নামানোর চেষ্টা চলছে।

জলধারা প্রকল্পের আওতায় মোট ১৬৮-টির মধ্যে ১০৮টি যান্ত্রিকভাবে উন্নত দ্রুতগতির বোট তৈরি করা হয়েছে।

আন্তঃ রাজ্য জলপথ পরিবহণ IWT এর ক্ষেত্রে গঙ্গায় হলদিয়া থেকে ত্রিবেণী জলপথে বিশ্বব্যাঙ্কের আর্থিক সহায়তায় ১,০৩২ কোটি টাকার প্রকল্পব্যয়ে একটি কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫৫টিরও বেশি ফেরিঘাট ও জেটির উন্নয়ন ও আধুনিকীকরণের জন্য অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। এরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হল — নাজাত, কালিনগর, কচুবেড়িয়া, ধোবিঘাট ও বুরুল ইত্যাদি ফেরিঘাট।

'সেফ ড্রাইভ সেফ লাইফ' কর্মসূচিতে ২০১৯-২০'-র ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত ৪০.৩১ কোটি টাকা অর্থ মঞ্জুর করা হয়েছে। এই অর্থ ব্যয় করা হবে পুলিশ ও বিভিন্ন সুরক্ষা বিভাগের কাজে। জুলাই ২০১৬ সালে 'সেফ ড্রাইভ সেভ লাইফ প্রকল্প চালু হবার পর থেকে এ পর্যন্ত রাজ্যের পথদুর্ঘটনা ও তজ্জনিত মৃত্যু বা আহত হওয়ার সংখ্যা তাৎপর্যপূর্ণভাবে কমে এসেছে।

২০১৯-২০ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত গতিধারা প্রকল্পে ন্যূনতম ১০,০০০ জন বেকার যুবককে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারিত হয়েছে। যার মধ্যে ৯,৬৬৩ জনের আবেদন মঞ্জুর হয়েছে।

আমি, পরিবহণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৮৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২১ পূর্ত (PWD) বিভাগ

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতিকল্পে পূর্ত বিভাগ (PWD) চলতি অর্থবর্ষে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৪০ কিমি রাস্তা দ্বিমুখী যান চলাচলের জন্য ১০ মিটার চওড়া করে প্রসারিত ও মজবুত করে তুলেছে। এছাড়াও ২৭০ কিমি ২-লেন বিশিষ্ট রাস্তাকে ৭ মিটার চওড়া করা হয়েছে এবং সংলগ্ন ৩০০ কিমি লেনগুলিকে ৫.৫০ মিটার চওড়া করা হয়েছে। এছাড়া রাজ্যে বিভিন্ন জেলায় প্রায় ২,২০০ কিমি রাস্তাকে মজবুত করে গড়ে তোলা হয়েছে।

বিভিন্ন জেলায় PWD রাস্তা প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। এগুলি হল— বীরভূম জেলায় সিউরি-আমজোরা রোড; পুরুলিয়া জেলায় রঘুনাথপুর-চন্দনকিয়ারি চাস রোড, সিমলাপাল-খাতরা রোড, ভেদুয়া-সালবেড়িয়া রোড, পুরুলিয়া সীমানায় ঝন্টিপাহাড়ি-কাশীপুর রোড ভায়া বাঁকুড়া জেলার আড়ারা; কোচবিহার জেলায় কোচবিহার-বানেশ্বর-আলিপুরদুয়ার রোড; ঝাড়গ্রাম জেলায় হাতিগেরিয়া-কুলটিকরি-রোহিনি-রগরা রোড; নদিয়া জেলায় কৃষ্ণনগর-হাঁসখালি রোড; উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দমদম-লাউহাটি রোড, বসিরহাট-স্বরূপনগর রোড, বিষ্ণুপুর-বেলিয়াঘাটা রোড, সরবেরিয়া-ধামাখালি রোড; পশ্চিম বর্ধমান জেলায় দুর্গাপুর ব্যারেজ রোড; পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় মেদিনীপুর-কেশপুর রোড; পূর্ব মেদিনীপুর জেলায় মেচেদা-তমলুক রোড; দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় আনন্দপুর-খারকি-বয়নান-তারদা রোড, ঢোলা-নিশ্চিন্দিপুর রোড, লক্ষ্মীকান্তপুর-ঢোলা রোড; উত্তর দিনাজপুর জেলায় রামগঞ্জ-উডরাইল-দাসপাড়া রোড ইত্যাদি। বিগত ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে উপরোক্ত রাস্তাগুলিকে মজবুত ও চওড়া করে প্রসারিত করার কাজ চলেছে।

চলতি অর্থবর্ষে PWD বর্ধমানে কেবল পরিবাহী ROB সেতু নির্মাণের কাজ শেষ করেছে। এছাড়াও উলুবেড়িয়ায় আরও ১টি ROB সেতু নির্মাণ করেছে। নদী ও খালগুলির

উপর এরকম আরও ১৮টি সেতু নির্মাণ করেছে, যার মধ্যে রাধানগরঘাটে জলঙ্গি নদীর উপর নির্মিত সেতু নদিয়া ও মুর্শিদাবাদ জেলাকে সংযুক্ত করেছে এবং বোকপোটাঘাটে দামোদরের উপর নির্মিত সেতু হাওড়া ও হুগলি জেলাকে সংযুক্ত করেছে। এছাড়াও চলতি ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে প্রায় ১০০টি সেতু ও ৫১টি বিভাগীয় বাড়ির পুনঃসংস্কার করা হয়েছে। যাতে এই স্থায়ী সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের মাধ্যমে ভালো পরিষেবা দেওয়া যায়।

Flagship '**বৈতরণী**' প্রকল্পের অধীনে PWD শবদাহের জন্য শহরাঞ্চলে ১৬টি বৈদ্যুতিক চুল্লী স্থাপন করেছে এবং গ্রামাঞ্চলে ৪৫৫টি শ্মশান তৈরি করেছে। এছাড়াও ১১৯টি প্রতীক্ষালয় নির্মাণ করেছে।

প্রায় ৪৪০টি সড়ক প্রকল্পের কাজ চলছে, যার মাধ্যমে শানবাঁধানো পাড়বিশিষ্ট ২-লেন ও ৪-লেন বিশিষ্ট ১,২৪০ কিমি রাস্তাকে চওড়া ও মজবুত করে গড়ে তোলার কাজ চলছে। ৫১০ কিমি চার লেন ও ২,৫৪০ কিমি রাস্তার মজবুতীকরণের কাজ চলছে। এছাড়াও এই বিভাগ ৬১টি সেতু এবং ১৪টি ROB নির্মাণের কাজ করছে। গৃহক্ষেত্রে ৩৯টি বৃহৎ গৃহনির্মাণের কাজ চলছে।

৫টি গুরুত্বপূর্ণ পরিকাঠামো প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে, যেগুলি হল --- ২,৩৪৫.২৫ কোটি টাকা প্রকল্প ব্যয়ে বেলঘরিয়া এক্সপ্রেসওয়ে ও কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েকে ৬-মুখী উন্নীত রাস্তা দ্বারা সংযুক্তকরণ করা, কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়েকে চওড়া করে প্রসারিত ও মজবুত করে গড়ে তোলা। হুগলি জেলার মোগরার কাছে ১৩নং রাজ্য সড়কটি নদিয়া জেলার বড়জাগুলি পর্যন্ত নিয়ে গিয়ে ৩৪নং জাতীয় সড়কের সঙ্গে যুক্ত করা। এছাড়াও বাঁশবেড়িয়ায় ROB তৈরি করা এবং কল্যাণীতে হুগলি নদীর উপর ঈশ্বরগুপ্ত সেতুর পাশাপাশি ৬-মুখী কেবল পরিবাহী সেতু নির্মাণ - যেগুলির প্রকল্প ব্যয় ১,৭৭৭.৭৭ কোটি টাকা। ১,০৯৮.৪৯ কোটি টাকা ব্যয়ে ভাগীরথী নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে পূর্ব বর্ধমানের কালনাকে নদিয়ার শান্তিপুরের সঙ্গে যুক্ত করা। ৫১২.৯২ কোটি টাকা ব্যয় করে চাঁপাডাঙা-পুরশুড়া-আরামবাগ পর্যন্ত রাস্তাটিকে চওড়া ও মজবুত করা। শিবপুরের কাছে অজয় নদীর উপর সেতু নির্মাণ করে ১৭.৮৪ কিমি মুচিপাড়া-শিবপুর রোডের সম্প্রসারণ করা, যাতে খরচ হচ্ছে ১৬৩.২৫ কোটি টাকা।

আমি, পূর্ত (PWD) বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪,৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২২ ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ

উন্নততর পরিষেবার উদ্দেশ্যে সাম্প্রতিক কালে বিভাগ জমির রেজিস্ট্রেশনের পরপরই স্বয়ংক্রিয়ভাবে ওই জমির মিউটেশন করার ব্যবস্থা করছে। এর ফলে নাগরিকের উৎকণ্ঠা ও রাহাখরচ দুই-ই কমেছে। এছাড়াও বিভাগ banglarbhumi.gov.in নামে একটি পোর্টাল ও Jomir Tathya-নামে একটি অ্যান্ড্রয়েড নির্ভর অ্যাপ চালু করে জমির রেকর্ড ও অন্যান্য সুবিধাসহ তথ্য পাওয়ার বন্দোবস্ত করেছে।

মেদিনীপুর-খড়্গপুর অঞ্চলের পাঁচটি মৌজার ১,৬১৮ একর খাসমহল জমিতে বসবাসকারীদের রায়তি মর্যাদা দিয়ে জমির স্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। অন্যদিকে আলিপুরদুয়ার ও জয়গাঁও-এর অধিবাসীদের জন্য দীর্ঘকালীন জমির স্বত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। মিরিক পৌর অঞ্চলের অধিবাসীদের জন্যও একইরকম ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও রাজ্য সরকার এ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা সমস্ত রিফিউজি কলোনিকে স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং উদ্বাস্তু জনগণকে পাকাপাকি 'ফ্রি হোল্ড টাইটেল ডিড' দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছে। কোলকাতা ও হাওড়া অঞ্চলের ঠিকা টেন্যান্ট ও ভাড়াটিয়াদের বাসস্থানের মান ও পরিকাঠামো উন্নয়নে চেষ্টা করেছে এবং এই সংক্রান্ত আইন ও নিয়মাবলিতে বদল আনা হয়েছে।

উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে চা-শিল্প একটি গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক কর্মকাণ্ড। ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগ অব্যবহৃত চা-বাগানের জমির উপর 'নিউ টি ট্যুরিজম অ্যান্ড অ্যালায়েড বিজনেস পলিসি-২০১৯' নাম দিয়ে একটি পর্যটন সংক্রান্ত কাজ শুরু করতে চলেছে। এরফলে ওখানকার আর্থিক উন্নতি ও কর্ম বিনিয়োগের সুযোগ বাড়বে বলে আশা করা যাচ্ছে।

আমি, ভূমি ও ভূমিসংস্কার এবং শরণার্থী ত্রাণ ও পুনর্বাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৭০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৩ বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগ

নতুন করে ৬,০১,৭১৪টি বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রাহকদের দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে 'সবার ঘরে আলো' কর্মসূচির অধীনে ১২টি অনুন্নত জেলায় গ্রাহক সংযোগ দেওয়া হয়েছে ৩,৯৩,৬৩৫টি। এগুলির মধ্যে ৫,৮২৪টি সংযোগ বি পি এল-এর আওতায়।

৯৯.৯৯ শতাংশ গ্রামীণ বিদ্যুতায়নের কাজ (Rural Household Coverage) শেষ হয়েছে। এই কর্মসূচির অধীনে দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুন্দরবন অঞ্চলের ১টি বিদ্যুৎহীন গ্রামে এবং ১৩টি আংশিক বিদ্যুৎ সংযোজিত গ্রামে ৪৪২টি গ্রাহক-সংযোগ দেওয়া হয়েছে। ৪৩টি সাব-স্টেশন তৈরিও শুরু হয়ে গেছে।

৪টি নতুন গ্রিনফিল্ড ই এইচ ভি (EHV) সাব-স্টেশন তৈরির কাজ চলছে; এগুলি হল — রেজিনগরে ২২০ কিঃ ভোল্ট, গাজোলে ২২০ কিঃ ভোল্ট, দিনহাটায় ১৩২ কিঃ ভোল্ট এবং ঝালদায় ১৩২ কিঃ ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন।

মালদার গাজোলে একটি নতুন ২২০/১৩২/৩৩/১১ কিঃ ভোল্ট ক্ষমতাসম্পন্ন GIS তৈরি করে ওখানকার কমভোল্টেজ বিদ্যুতের সমস্যা দূর করার চেষ্টা করা হচ্ছে। মালদা ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার— মালদা, শামসী, বালুরঘাট, এবং গঙ্গারামপুর অঞ্চলের ১৩২ কিঃ ভোল্টের বিদ্যুৎতের সরবরাহ-কে শক্তিশালী করা হচ্ছে।

অন্যদিকে পুরুলিয়ার ঝালদাতেও ১৩২/৩৩ কিঃ ভোল্টের একটি সাব-স্টেশন বসানোর কাজ চলছে। এর ফলে কম ভোল্টেজের সমস্যা দূরীভূত হবে।

রাজ্য সরকার ২,১১২.৯০ কোটি টাকা অনুমোদন দেওয়ায় FGD- প্রযুক্তির সাহায্যে WBPDCL-এর সাগরদিঘি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের ৩ ও ৪ ইউনিট, বক্রেশ্বর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের থেকে ১ থেকে ৫ ইউনিট এবং সাঁওতালদিহির ৫ ও ৬ ইউনিটের থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হবে বলে আশা করা যায়।

বিদ্যুৎ উৎপাদন আরও বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে সাগরদিঘির ৫নং ইউনিটের (সুপার ক্রিটিক্যাল /৬৬০ মেগাওয়াট) কাজও শুরু হয়েছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদনে সবরকমের বাধা দূর করতে WBPDCL-এর হাতে ৭টি কয়লাখনি তুলে দেওয়া হয়েছে। এগুলি হল— উত্তর পাছওয়ারা; উত্তর বড়জোরা, বড়জোরা, গঙ্গারামচক এবং গঙ্গারামচক-বাদুলিয়া, পূর্ব এবং পশ্চিম তারা কস্তা এবং দেওচা-পাচামি।

উত্তর পাছওয়ারা, উত্তর বড়জোরা, বড়জোরা কয়লা খনিগুলিতে কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে এবং পূর্ব ও পশ্চিম তারা খনিতে কয়লা তোলার কাজ ২০২০'র ফেব্রুয়ারিতে শুরু হয়ে যাবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

সাগরদিঘি ও সাঁওতালডিহি কেন্দ্রে ভাসমান সোলার প্রোজেক্ট বসানোর কাজ চলছে, যেখান থেকে ২০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হবে বলে ধার্য হয়েছে।

আমি, বিদ্যুৎ সরবরাহ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,৮৫৫.৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৪ নগরোন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগ

নগরোন্নয়ন বিভাগ ২০১৯-২০ সালে বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এগুলি হল —

৭৭.৩২ কোটি টাকা ব্যয় করে কালীঘাট মন্দির সংলগ্ন অঞ্চলে স্কাইওয়াক নির্মাণ, ১৯০.০৯ কোটি টাকা ব্যয় করে বজবজ অঞ্চলে নিকাশি ব্যবস্থার সংস্কারমূলক কর্মসূচি, ২২৭.২৪ কোটি টাকা ব্যয় করে সোনারপুর-রাজপুর পুরসভার (ফেজ-১) জলসরবরাহ ব্যবস্থা শক্তিশালী করা, ২৪.৯৬ কোটি টাকা খরচ করে বারুইপুর পুরসভার জলসরবরাহ প্রকল্পকে বর্ধিত করা, ৬৭.২৯ কোটি টাকা খরচ সাপেক্ষে গার্ডেনরিচের ৪/৫ তলার লজিস্টিক হাব তৈরি, ১১৫.৭৮ কোটি টাকা খরচ করে বানতলায় অবস্থিত ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্সের কমোন এফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট-এর মডিউল V ও VI এবং VII ও VIII অংশের নির্মাণ কার্য এবং বারুইপুরে ১৩২.৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে টেলি অ্যাকাডেমি নির্মাণ।

অন্যদিকে ৭১ কোটি টাকা ব্যয়ে রঘুনাথপুর পুরসভার জল সরবরাহ প্রকল্প, ডালখোলা পুরসভার ৪৯ কোটি টাকার জলসরবরাহ প্রকল্প, ৬৮ কোটি টাকা খরচ সাপেক্ষে জিয়াগঞ্জ-আজিমগঞ্জ পুরসভার পানীয়জল প্রকল্প এবং মেমারি পুরসভায় ৬৫ কোটি টাকা ব্যয়ে পানীয়জল প্রকল্পগুলির অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

২০১৯-২০ আর্থিক বছরে শহরবাসী দরিদ্র মানুষজন বসবাসের জন্য ৩০,২৮০টি আবাস তৈরি হয়ে গেছে, অন্যান্য আরও ৬৯,৮০০টি আবাসনও খুব শীঘ্রই তৈরি হয়ে যাবে।

৫৩টির মতো পুরসভাতে অন-লাইন সম্পত্তি কর জমা দেওয়ার সুবিধা চালু হয়েছে। একই সঙ্গে অন-লাইন পদ্ধতিতে শিল্পক্ষেত্র বা অন্যান্য প্রয়োজন সাপেক্ষে ভবন নির্মাণের প্ল্যান অনুমোদন দেওয়ার সুবিধা চালু হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যের অন্যান্য নগরাঞ্চলে পুরসভাগুলি থেকেও এখন অন-লাইন পদ্ধতিতে ট্রেড লাইসেন্স বা আরও অন্যান্য শংসাপত্র পাওয়া, আবেদনপত্র জমা দেওয়া ও ছাড়পত্র পাওয়া ইত্যাদি এবং ই-ডিস্ট্রিক্ট প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে জলের লাইন বা নিকাশি লাইন সংযোগের পদ্ধতিও চালু হয়ে গেছে।

১৭,৪০৭টি শহরাঞ্চলের স্বনির্ভর গোষ্ঠীকে সহজ উপায়ে ঋণ দিতে ২৩৭.৪৮ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে।

বিধাননগরের মোল্লারভেড়ি, কোলকাতার ধাপা, দক্ষিণ দমদমের প্রমোদনগর, বৈদ্যবাটী, অশোকনগর-হাবরা অঞ্চলের জড়ো করা ময়লা আবর্জনা অপসারণ নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। গৃহস্থের ঘরের ময়লা আবর্জনা-কে আলাদা করার জন্য ৬.২৫ লক্ষ বর্জ্যপাত্র (bin) বিলি করা হয়েছে এবং আরও ২.৪২ লক্ষ পাত্র ক্রয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

গাজোলডোবায় ইকো-ট্যুরিজম-কে জনপ্রিয় করে তোলার জন্য গাজোলডোবা ডেভেলপমেন্ট অথরিটি গঠন করা হয়েছে। কোচবিহার ও নবদ্বীপকে হেরিটেজ টাউন বলে ঘোষণা করা হয়েছে। ওই সব জায়গার উন্নততর নাগরিক পরিষেবা ও নগর পরিকল্পনা চালু করার জন্য IIT খড়গপুর ও IIEST শিবপুর থেকে পরিকল্পনা পরামর্শ নেওয়া হয়েছে।

আমি, নগরোন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮,৪৩০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৫ আবাসন বিভাগ

২০১৯ সালে ৯৬টি ফ্ল্যাট সমৃদ্ধ ৬টি আবাসন নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে। নতুন জেলা ও সাব-ডিভিশনাল হেড কোয়ার্টার্সে আরও ৫টি আবাসন (RHE) নির্মাণ করা হচ্ছে

— যেগুলি হল (১) আলিপুরদুয়ার কোর্ট রাইস মিল-এ ৩২টি ফ্ল্যাট (B ও C টাইপ); (২) ডায়মন্ড হারবারে RHE ১৬টি টাইপ-৩ ফ্ল্যাট; (৩) বুনিয়াদপুরে ১২টি ফ্ল্যাট; (৪) কালিম্পঙে ৮টি ফ্ল্যাট এবং (৫) কর্ণজোড়া RHE দক্ষিণ দিনাজপুরে ১২টি ফ্ল্যাট। এছাড়া আরও ৪টি জায়গায় আবাসন নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে, সেগুলি হল — (১) বাচ্চুরোবা, ঝাড়গ্রামে ৭২টি ফ্ল্যাট; (২) মিলনপল্লী, শিলিগুড়ি, দার্জিলিঙে ৮টি ফ্ল্যাট; (৩) নিমতৌরি, পূর্ব মেদিনীপুরে ৯৬টি ফ্ল্যাট; (৪) রাঁচি রোড, পুরুলিয়ায় ৩২টি ফ্ল্যাট।

টার্সিয়ারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের রোগীদের বাড়ির লোকের রাত্রি যাপনের জন্য ৪টি নৈশাবাস (Night Shelter) নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে এবং আরও ১৫টি নৈশাবাস নির্মাণের কাজ চলছে। এছাড়াও ৫টি নতুন জায়গায় নৈশাবাস নির্মাণের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আবাসন বিভাগ নিম্ন মধ্যবিত্ত (Lower Income Group) এবং মধ্য মধ্যবিত্ত (Middle Income Group) শ্রেণির মানুষজনের জন্য '**নিজশ্রী**' প্রকল্প চালু করেছে। ৬টি জায়গায় এই প্রকল্পের কাজ চলছে।

কর্মরতা মহিলাদের জন্য 'কর্মাঞ্জলি' নামে ১০টি মহিলা আবাসন ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার সাগরে ৬০ শয্যাবিশিষ্ট; ঝাড়গ্রামে ৪৮টি শয্যাবিশিষ্ট; হলদিয়ায় ৪৮ শয্যাবিশিষ্ট এবং মেদিনীপুরে ৪৮ শয্যাবিশিষ্ট মহিলা আবাসন নির্মাণের কাজ চলছে।

যাত্রীদের সুবিধার জন্য ৬৯টি 'পথসাথী' বর্তমানে চালু রয়েছে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং-২-এ এরকম ১টি পথসাথী নির্মাণের কাজ চলছে।

২০১৯-২০ সালে ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউসিং বোর্ড নতুন অনলাইন ব্যবস্থার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে ছড়িয়ে থাকা অবিক্রিত ফ্ল্যাটগুলিকে তালিকাভুক্ত করে ৮১টি অবিক্রিত ফ্ল্যাট বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেছে। আশা করা যায়, ওয়েস্ট বেঙ্গল হাউসিং বোর্ড ২০২০-২১ সালে ১০০টির বেশি ফ্ল্যাট বিক্রয় করতে পারবে।

আমি, আবাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৬৩ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

সামাজিক ক্ষমতায়ন

৪.২৬ মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগ

কিশোরীদের ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে রাজ্যের **Flagship কন্যাশ্রী প্রকল্প** ষষ্ঠ বর্ষে পড়েছে এবং এখনও পর্যন্ত ৬০ লক্ষের ও বেশি কিশোরীকে এর আওতায় আনা হয়েছে।

রূপশ্রী প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৪.৫ লক্ষ পরিবার সুবিধা পেয়েছে।

রাজ্যের **মানবিক** প্রকল্পে এখনও পর্যন্ত ৩.৩৬ লক্ষ বিশেষভাবে সক্ষম মানুষ আর্থিক সহায়তা পেয়েছেন।

অঙ্গনওয়াড়ি পরিষেবা স্কিমের মাধ্যমে শিশুপুষ্টির উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হয়েছে, যারফলে বর্তমানে মাত্র ৭.৪১ শতাংশ ৫ বছর বয়সের কম শিশু কম ওজন সমস্যায় ভুগছে। সারা রাজ্যে ৬ মাস থেকে ৬ বছরের ৬০ লক্ষ শিশুদের সম্পূরক পুষ্টিকর খাদ্য বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়াও রাজ্যবাসী ১৩ লক্ষ প্রসূতি মায়েদের সম্পূরক পুষ্টিকর খাদ্য দেওয়া হয়েছে। মহিলা ও শিশুদের গরম রান্না করা খাবার দেওয়া হচ্ছে এবং সপ্তাহে ৬দিন ডিম দেওয়া হচ্ছে।

'ইন্টিগ্রেটেড চাইল্ড প্রোটেকশন সার্ভিসেস'-এর অধীনে বর্তমান বছরে ৩,২৩২ জন শিশুকে পুনরুদ্ধার করে তাদের বাড়িতে ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছে, বিদেশে পাচার হওয়া ৮৪ জন শিশুকে স্বদেশে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে এবং ৯২টি শিশু দত্তক হিসাবে নতুন পরিবার পেয়েছে।

রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় রাজ্যের আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা দুঃস্থ মানুষদের; যেমন— বয়স্ক, বিশেষভাবে সক্ষম এবং মহিলাদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে একটি প্রকল্প রূপায়ণ করবে, যার আলোচনা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

আমি, মহিলা ও শিশুবিকাশ এবং সমাজকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫,৪৮৬ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৭ সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ

২০১৯-২০ সালে ডিসেম্বর পর্যন্ত Multi Sectoral Development Programme (MSDP)-এর সফল রূপায়ণের জন্য ১৮৩.০৯ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে।

সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ৫২৩টি হোস্টেল অনুমোদন করা হয়েছে, যার মধ্যে চলতি বছরেই ৭৮টির নির্মাণ শুরু হয়েছে। এগুলির মধ্যে ৩৫৫টি হোস্টেল ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। আবাসিকদের প্রতি বছর জনপ্রতি ১০,০০০ টাকা করে আর্থিক সাহায্য দেওয়া হচ্ছে।

১৪টি জেলার ৩২টি ব্লকের উন্নয়নের ঘাটতি মেটানোর জন্য ইন্টিগ্রেটেড মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম (IMDP)-এর মাধ্যমে এই বিভাগ ২০১৯-২০ বর্ষে এখনও পর্যন্ত ৬৮.২০ কোটি টাকা দিয়েছে।

৩১৫টি 'কর্মতীর্থ' (মার্কেটিং হাব) নির্মিত হচ্ছে। ১৫৬টি 'কর্মতীর্থ' ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে এবং আরও ১৫৯টি 'কর্মতীর্থ'-এর কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে।

সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নত করার উদ্দেশ্যে "**ঐক্যশ্রী**" স্কিমের মাধ্যমে Pre Matric, Post Matric, Merit-cum-Means ছাত্রবৃত্তি চালু করা হয়েছে। Pre Matric, Post Matric, Merit-cum-Means, Talent Support Programme-এ ২০১৯-২০ বর্ষে এখনও পর্যন্ত ৪০৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত বিগত সাড়ে আট বছরে ২.০৩ কোটি সংখ্যালঘু ছাত্র-ছাত্রীকে বৃত্তি দেওয়া হয়েছে, যাতে ব্যয় হয়েছে মোট ৫,৬৫৭ কোটি টাকা। ২০১৯-২০ বর্ষে সর্বকালীন রেকর্ড হিসাবে 'ঐক্যশ্রী' প্রকল্পে স্কলারশিপের জন্য ৪২ লক্ষ আবেদনপত্র জমা পড়েছে। এক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গ দেশের অন্যান্য রাজ্যকে পিছনে ফেলে এক নম্বর স্থান অধিকার করেছে।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত ৩০০ মাদ্রাসায় ই-লার্নিং ব্যবস্থা প্রচলনের উদ্দেশ্যে এখনও পর্যন্ত ৬০০টি স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ তৈরি হয়েছে, যার মধ্যে চলতি বছরেই ৩০০টি স্মার্ট শ্রেণিকক্ষ চালু হয়েছে। এছাড়াও ১১৫টি কম্পিউটার ল্যাবরেটরি স্থাপন করা হচ্ছে।

উপরে উল্লিখিত ব্যবস্থাগুলি ছাড়াও এই বিভাগ সংখ্যালঘু উন্নয়নকল্পে বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়েছে। যেগুলি হল— আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ, সংখ্যালঘুদের আবাস নির্মাণ, আই.টি.আই./পলিটেকনিক কলেজ তৈরি, নিউটাউনে তৃতীয় হজ হাউস নির্মাণ, কবরস্থানের সীমানা প্রাচীর প্রভৃতি।

আমি, সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৩,৬০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৮ অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগ

চলতি আর্থিক বছরে ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ৫,১৪,৯০৭ সংখ্যক জাতি শংসাপত্র প্রদান করা হয়েছে। যার মধ্যে তপশিলি জাতির ক্ষেত্রে ২,৮৩,০৬৫ এবং অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিকে ২,৩১,৮৪২টি জাতি শংসাপত্র দেওয়া হয়েছে। এই অর্থবর্ষেই আরও ২ লক্ষ জাতি শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে। প্রায় ৪২ লক্ষ হস্তলিখিত শংসাপত্রকে বিভাগীয় castcertificatewb.gov.in ওয়েবসাইটে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

২০১৯-২০ আর্থিক বর্ষে শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রায় ৮৩ কোটি টাকা ব্যয় করে তপশিলি জাতির ৫ম থেকে ৮ম শ্রেণির ১১ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে **শিক্ষাশ্রী** বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে। ৫ম থেকে ৭ম শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের এই বৃত্তির টাকা ৭৫০ থেকে বাড়িয়ে ৮০০ টাকা করা হয়েছে। এছাড়াও ২০১৯-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রি-ম্যাট্রিক (নবম-দশম) ও পোস্ট-ম্যাট্রিক (একাদশ থেকে Ph.D লেভেল) পর্যন্ত ৮.৪৬ লক্ষ তপশিলি জাতিভুক্ত ছাত্র-ছাত্রী বৃত্তির জন্য আবেদন করেছে, যার জন্য আনুমানিক ব্যয় হবে ৩৩৪.০৯ কোটি টাকা।

এখনও পর্যন্ত জমা হওয়া আবেদনপত্রের ভিত্তিতে অনগ্রসর শ্রেণির প্রি-ম্যাট্রিক ৫.৭৮ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীকে আর্থিক বৃত্তি দেওয়া হয়েছে, যাতে ব্যয় হবে ৮৬.৭০ কোটি টাকা।

মালদায় অনগ্রসর শ্রেণির ১টি ছাত্রাবাস ও ১টি ছাত্রীবাস নির্মাণের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই বিভাগ 'বাবু জগজীবন রাম ছাত্রাবাস যোজনা (BJRCY) প্রকল্পে' তপশিলি জাতির জন্য ৪৬টি কেন্দ্রীয় ছাত্রাবাস এবং অনগ্রসর শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ১২টি কেন্দ্রীয় হোস্টেল নির্মাণ করেছে। BJRCY প্রকল্পের ৪৬টি ছাত্রাবাসের মধ্যে ৪৩টি ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে। আরও ২টি শীঘ্রই চালু হয়ে যাবে এবং জলপাইগুড়িতে ১টি

ছাত্রাবাস নির্মাণের কাজ চলছে। ১২টি অনগ্রসর শ্রেণির কেন্দ্রীয় হোস্টেলের মধ্যে ১০টি ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গেছে।

উত্তর ২৪ পরগনার বনগাঁয় 'আম্বেদকর সেন্টার ফর এক্সেলেন্স' (ACE) নির্মাণের কাজ অগ্রবর্তী পর্যায়ে পৌঁছেছে। একইভাবে জলপাইগুড়ি ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলায় দুটি 'ড. বি. আর. আম্বেদকর রেসিডেন্সিয়াল স্কুল' নির্মাণের কাজও অনেকটা এগিয়ে গেছে, যার নির্মাণ খরচ হচ্ছে আনুমানিক ২৩ কোটি টাকা।

বিগত অর্থবর্ষে শিকদার মুসলিমদের অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্তির পর গোটা রাজ্যে অন্যান্য অনগ্রসর কমিউনিটির সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ১৭৭টিতে।

২০১৫-১৬ সাল থেকেই এই বিভাগ **সবুজসাথী** স্কিমে সাইকেল বিতরণের কাজ করে চলেছে। চলতি অর্থবর্ষে রাজ্যের নবম শ্রেণির ১২ লক্ষ ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের ২০১৯ শিক্ষাবর্ষে সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। এই বিভাগ 'সবুজসাথী' স্কিমের অধীনে এখনও পর্যন্ত প্রায় ১ কোটি ছাত্র-ছাত্রীকে সাইকেল বিতরণের কাজ করে চলেছে।

আমি, অনগ্রসর শ্রেণিকল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮০৫.১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.২৯ উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ

উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ ২০১৮-১৯ সালে ১,১০,০৫৫ জনকে আদিবাসী শংসাপত্র দিয়েছে এবং ২০১৯-২০ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত বিভাগ ৯৬,১৫৯টি শংসাপত্র ইস্যু করেছে।

১,৯৮,৯২৯ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রীর কাছ থেকে (পঞ্চম—অষ্টম শ্রেণি) 'শিক্ষাশ্রী' ছাত্রবৃত্তি চেয়ে আবেদনপত্র পাওয়া গেছে। ২০১৯-২০ সালের মধ্যেই ২ লক্ষেরও বেশি উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে ছাত্রবৃত্তি বাবদ ১৬ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভবপর হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৪৪,১৪১ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রী (নবম ও দশম শ্রেণি) প্রি-ম্যাট্রিক ছাত্রবৃত্তির জন্য এবং ৮৮,৮০৩ জন উপজাতি ছাত্রছাত্রী দশম উত্তীর্ণ পোস্ট ম্যাট্রিক ছাত্রবৃত্তি পাওয়ার জন্য আবেদন করেছে।

২০১৮-১৯ সালে উপজাতি ছেলেমেয়েদের জন্য বিভিন্ন স্কুল সংযুক্ত হোস্টেলে থাকা ৩৫,১৪৪ জন আবাসিক পিছু মাসিক অনুদান ৭৫০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা করা হয়েছে। অন্যদিকে আশ্রমিক হোস্টেলের বার্ষিক খরচও ১,১০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ১,৫০০ টাকা করা হয়েছে। চলতি বছরে ৮,৭১৮ জন আশ্রমিক আবাসিক ছেলেমেয়েদের জন্য এই খরচ বহন করা হয়েছে।

উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ উত্তরের দার্জিলিং ও কালিম্পং জেলার জনজাতির নিজস্ব সাংস্কৃতিক ধারার উন্নয়ন ও প্রসারের কাজকে আরও জনপ্রিয় করতে ৬টি উন্নয়ন ও সংস্কৃতি পর্ষদ গড়ে তোলার কাজ করেছে। এই উদ্দেশ্যে ২০১৯-২০ সালে বিভাগ ১৪৪.৫৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে বিভিন্ন আদিবাসী সংস্কৃতি চর্চার ভবন, কমিউনিটি হল, যুব আবাস কেন্দ্র ও উৎসব পরিচালনা করতে।

২০১৯-২০ সালে বিশেষ আর্থিক সহায়তা বাবদ ৭০.৫৮ কোটি টাকা আদিবাসী জনজাতির কর্মসংস্থান উপার্জনমূলক কাজে ব্যয় করা হয়েছে। অন্যদিকে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য ৮২.৪১ কোটি টাকা এবং আদিবাসী জনজাতির (বিশেষত ক্ষতিগ্রস্ত উপজাতি গোষ্ঠী-PVTG) গোষ্ঠী উন্নয়ন, সংস্কৃতি চর্চার জন্য ৪.৩৭ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

উপজাতি উন্নয়ন বিভাগ সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের আওতায়, ষাটোর্ধ্ব দরিদ্র বিভিন্ন মানুষজনকে মাথাপিছু মাসিক ১,০০০ টাকা পেনশন চালু করেছে। প্রত্যন্ত গ্রামীণ অঞ্চল ও রুগ্ন চা-বাগানগুলির আদিবাসী জনজাতি শ্রেণির মোট ১,৪৯,৩২৭ জন মানুষকে পেনশন দেওয়া হয়েছে।

এ যাবৎ অরণ্য অধিবাসীদের মধ্যে ৪৮,৪৭৩ জনকে ব্যক্তিগত অরণ্য পাট্টা, ৭৩৫ জনকে কমিউনিটি ফরেস্ট রাইট এবং ৫৮ জনকে কমিউনিটি ফরেস্ট রিসোর্স রাইট প্রদান করা হয়েছে।

'সবুজসাথী' স্কিমের অধীনে, নবম-দ্বাদশ শ্রেণিতে পাঠরত উপজাতি ছাত্রছাত্রীদেরকে ৬৯,০০০টি সাইকেল বিতরণ করা হয়েছে। যার জন্য ২০১৯-২০ সালে এই খাতে ২২.০৪ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

আমি, উপজাতি উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৯৩৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩০ শ্রমিক কল্যাণ বিভাগ

সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের (SSY) অধীনে অসংগঠিত শ্রমিকদের চিকিৎসা ভাতা বছরে ১০,০০০ টাকা থেকে বাড়িয়ে ২০,০০০ টাকা করা হয়েছে এবং শল্য চিকিৎসার ভাতা বৃদ্ধি করে ৬০,০০০ টাকা করা হয়েছে।

২০১৯-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট নথিভুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ১,১৭,১৮,০০১ জন, (যার মধ্যে ২০১৯-২০ বর্ষে ১০,০৭,২৫২ জন নথিভুক্ত হয়েছেন)। এই প্রকল্পে এখনও ১,৬৩০.৩৩ কোটি টাকা অর্থ সাহায্য দেওয়া হয়েছে।

১ লক্ষ বেকার যুবক-যুবতী ‘যুবশ্রী’ প্রকল্পে মাসিক ১,৫০০ টাকা করে ভাতা পাচ্ছেন। ২০১৯-২০ বর্ষে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এই খাতে ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

এই বিভাগ ‘ওয়েস্ট বেঙ্গল শপস্ অ্যান্ড এস্টাবলিস্টমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৯’-এর অধীনে Real-time grant of registration চালু করেছে। ফ্যাক্টরিগুলির লাইসেন্সের মেয়াদ ১৫ বছর করে দেওয়া হয়েছে।

আমি, শ্রমিক কল্যাণ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩১ স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগ

‘জাগো’ প্রকল্পে প্রত্যেক যোগ্যতাসম্পন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী বার্ষিক রিভলভিং ফান্ডে ৫,০০০ টাকা করে আর্থিক সহায়তা পাচ্ছে। এখনও পর্যন্ত রাজ্যের প্রায় ৬.৭৭ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী সর্বমোট ৩৩৮.৭০ কোটি টাকা সরাসরি ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে অর্থ সাহায্য পেয়েছে।

২০১৯-২০ সালে স্বামী বিবেকানন্দ স্বনির্ভর কর্মসংস্থান প্রকল্প (SVSKP)-এর মাধ্যমে ১৩,৩২৫ জন বেকার যুবক-যুবতি ৩০ শতাংশ অর্থ সাহায্য পেয়েছে। ২০১১-১২ সাল থেকে এই রাজ্যের ২.৪৬ লক্ষ স্ব-উদ্যোগী এই প্রকল্পে ১,৬৭১.০৯ কোটি টাকা আর্থিক সাহায্য লাভ করেছেন।

পশ্চিমবঙ্গ স্ব-নির্ভর সহায়ক প্রকল্পের (WBSSP) মাধ্যমে স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিভাগ, স্বল্প ঋণ গ্রহীতাদের ঋণের সুদের উপর ভর্তুকির ব্যবস্থা চালু করেছে। ২০১৯-২০ সালে

এই খাতে এখনও পর্যন্ত ৬৮ কোটি টাকা সুদে ছাড় বাবদ অর্থ সাহায্য মঞ্জুর করা হয়েছে, যার ফলে ৩.১৪ লক্ষ গোষ্ঠীর উপভোক্তাগণ আর্থিক সুবিধা পেয়েছেন। ২০১১-১২ সাল থেকে নিয়ে এপর্যন্ত স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিভাগ মোট ৪০৬.৯০ কোটি টাকা স্বল্প ঋণের উপর সুদ ছাড়ের সাহায্য দিয়েছে।

স্বনির্ভর গোষ্ঠী বিভাগ 'সমাজ সাথী' প্রকল্পের অধীনে গোষ্ঠীর সদস্য ও তাদের পরিবারের স্বার্থে দুর্ঘটনাজনিত অর্থ সাহায্যের ব্যবস্থা করেছে। সমাজ সাথি এই কর্মসূচির চরিত্র বদল করে বীমা থেকে নিশ্চিত সাহায্য পাওয়ার ব্যবস্থা করেছে।

আমি, স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও স্বনিযুক্তি বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩২ উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগ

এই বিভাগ ২০১২-১৩ বর্ষে সূচনাকাল থেকে ২০১৯-এর ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের ৮টি জেলায় ২১৭১টি প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে।

উত্তরবঙ্গের গরিব মানুষদের উন্নতিকল্পে এই বিভাগ বিভিন্ন কর্মসূচি রূপায়ণ করেছে। ২০১২-১৩ বর্ষের সূচনাকাল থেকে এখনও পর্যন্ত এই বিভাগ কোচবিহারে ৩৬৩টি প্রকল্প, আলিপুরদুয়ারে ২০২টি প্রকল্প, জলপাইগুড়িতে ৬৯০টি প্রকল্প, দার্জিলিং-এ ৪০৫টি প্রকল্প, উত্তর দিনাজপুরে ২০৫টি প্রকল্প, দক্ষিণ দিনাজপুরে ১৯০টি প্রকল্প, মালদায় ১০৯টি প্রকল্প এবং কালিম্পং-এ ৭টি প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে।

এই বিভাগ কোচবিহার জেলায় বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (ক) বানচুকামারিতে মোরা তোর্সা নদীর উপর জয়েস্ট সেতু নির্মাণ, (খ) কোচবিহার সরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে নতুন জি+৩ চতুর্থতল বিশিষ্ট ছাত্রাবাস নির্মাণ, (গ) সিতাই অডিটোরিয়ামের নবীকরণ ও বৈদ্যুতিক ব্যবস্থপনাসহ আধুনিকীকরণ, (ঘ) বানেশ্বরে বানেশ্বর সারথিবালা মহাবিদ্যালয় নামক কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ, (ঙ) মাথাভাঙা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট নির্মাণ, (চ) দিনহাটায় মহারাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ স্মৃতিসদন অডিটোরিয়ামের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ, (ছ) কালজানি নদীর উপর R.C.C. ঢালাই সেতু নির্মাণ ইত্যাদি।

জলপাইগুড়ি জেলায় এই বিভাগ গরিব মানুষদের উন্নয়নের উপর লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। এই প্রকল্পগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (ক) লাটাগুড়িতে ইকো-ট্যুরিজম রিসর্ট নির্মাণ, (খ) বেলাকোভার বটতলা বাজারে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা, (গ) ধূপগুড়ির প্রধান বাজার অঞ্চলে মার্কেট কমপ্লেক্স গড়ে তোলা, (ঘ) মেটেলিতে জুরন্তি নদীর উপর বেইলি ব্রিজ নির্মাণ, (ঙ) উত্তরকন্যার কাছে দুটি পুলিশ ব্যারাক গড়ে তোলা ইত্যাদি। ইতিমধ্যেই এই প্রকল্পগুলির কাজ শেষ হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় এই বিভাগ বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ শেষ করেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল— (ক) RIDF-XXII-এর অধীনে জেলার বিভিন্ন হাটগুলিতে হাটচালা নির্মাণ করা হয়েছে, (খ) মাদারিহাট ব্লকে লংকাপাড়া T.G. ও G.P.-র মধ্যে কমিউনিটি হলের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, (গ) আলিপুরদুয়ার মহিলা মহাবিদ্যালয়ের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, (ঘ) বহুমুখী প্রেক্ষাগৃহ 'রবীন্দ্র মঞ্চ' নির্মিত হয়েছে, (ঙ) আলিপুরদুয়ার জেলার কালচিনি ব্লকে মেন্দাবাড়ি G.P.-র কোদালবস্তিতে কুলটিঝোড়ার উপর RSJ / কম্পোজিট ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে।

দার্জিলিং জেলায় এই বিভাগ সাধারণ মানুষের কথা মাথায় রেখে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর প্রত্যাশার বাস্তবায়নের লক্ষ্যে এই বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে চলেছে। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি হল— (ক) শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের অধীনে জোরাপানিয়াট নদীর উপর জয়েস্ট ব্রিজ নির্মাণ করা হয়েছে, (খ) শিলিগুড়ির মাটিগাড়ায় ওয়েস্ট বেঙ্গল পলিউশন কন্ট্রোল বোর্ডের তিনতলা (জি+২) অফিস-কাম-ল্যাবরেটরি কমপ্লেক্স নির্মিত হয়েছে।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় উল্লেখযোগ্য প্রকল্পগুলি নিম্নরূপ— (ক) বালুরঘাটে নাট্য অ্যাকাডেমির বাকি থাকা ফেজ-২ ও মূলভবনের নির্মাণ, তৎসহ সার্ভিস ব্লক, গার্ড গুমটি ও পায়ে চলা পথ নির্মাণ, (খ) বালুরঘাট নাট্য অ্যাকাডেমির নীচের তলায় প্রস্তাবিত ব্ল্যাকবক্স সাউন্ড সিস্টেমের আধুনিকীকরণ, (গ) তপন ব্লকে তপন নাথানিয়াল মুর্মু মেমোরিয়াল কলেজের বর্ধিত অংশের নির্মাণ, (ঘ) বালিপুকুরঘাট রুটে পুনর্ভব নদীর উপর প্রস্তাবিত সেতু নির্মাণ এবং (ঙ) বালিপুকুরঘাট রুটে R.C.C. Box Culvert নির্মাণ।

মালদা জেলাতেও এই বিভাগ সমান গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন প্রকল্পের কাজ করেছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কাজ যেগুলি সম্পূর্ণ হয়েছে— (ক) ইংলিশ বাজারে মালদা কলেজের নীচের তলায় সায়েন্স ব্লক নির্মাণ যেটা ভবিষ্যতে ৭তলা (জি+৬) করার পরিকল্পনা রয়েছে, (খ) গাজল মহাবিদ্যালয়ের দ্বিতীয় তল নির্মাণ, (গ) কালিয়াচক-১-এ সুজাপুর পলিটেকনিক ভবন নির্মাণ, (ঘ) ভুতনিচরে ফুলাহার সেতু নির্মাণ।

উত্তর দিনাজপুর জেলায় এই বিভাগ বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য প্রকল্পের কাজ করেছে। এগুলি হল— (ক) গোয়ালপোখর-১নং ব্লকে শ্রীনি নদীর উপর কিচকতলা সেতু নির্মাণ, (খ) রায়গঞ্জের কর্নজোরায় কুলিক কো-অপারেটিভ মিল্ক প্রোডিউসার ইউনিয়ন লিমিটেডের আবাসিক ট্রেনিং সেন্টার তৈরি করা ইত্যাদি।

আমি, উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৭১০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৩ সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগ

সুন্দরবনের প্রত্যন্ত ও দুর্গম এলাকাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা সুগম করতে সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে।

দিগম্বরী মার্কেটের কাছে কালনাগিনী ব্রাঞ্চ খালের উপর RCC ব্রিজ নির্মিত হয়েছে, যার ফলে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ ব্লকের রামগোপালপুর জি.পি. এবং পাথরপ্রতিমা ব্লকের শ্রীনারায়ণপুর-পূর্ণচন্দ্রপুর জি.পি. যুক্ত হয়েছে। এছাড়াও আরও ১৬টি ব্রিজের নির্মাণ কাজ চলছে।

২০১৯-২০ বর্ষে ৪৭৪ কিমি দৈর্ঘ্যের রাস্তা নির্মাণের কাজ শেষ হয়েছে (এর মধ্যে ১৮২ কিমি ইট বাঁধানো রাস্তা, ২৪২ কিমি সিমেন্ট বাঁধানো রাস্তা এবং ৫০ কিমি বিটুমিনের রাস্তা)। ২০২০-২১ বর্ষে আরও ৬৯০ কিমি রাস্তা নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। একইসঙ্গে নির্মীয়মান ব্রিজগুলির কাজ শেষ হবে এবং নতুন নতুন জেটি তৈরি করা হবে।

চলতি অর্থবর্ষে মীন, জিওল মাছ, মাছের খাদ্য ইত্যাদি দিয়ে ২৩,০০০ মৎস্যজীবীকে মৎস্য চাষে সহায়তা করা হয়েছে।

ম্যানগ্রোভ, ঝাউ গাছ ইত্যাদি দ্বারা প্রায় ৯৬০ হেক্টর জায়গায় অরণ্য সৃষ্টি করা হয়েছে এবং ২০২০-২১ বর্ষে Afforestation Programme-এ আরও ১,০৬০ হেক্টর জায়গায় অরণ্য বিস্তার করার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

সুন্দরবন সংলগ্ন এলাকায় ৪৩টি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং কমিউনিটি সেন্টারে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

আমি, সুন্দরবন উন্নয়ন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৪ পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগ

এখানকার ৭৫,৫৭,১৫৭ জন অধিবাসী বিভিন্ন প্রকল্পে উপকৃত হয়েছেন। চলতি অর্থবর্ষে এখনও পর্যন্ত এইসব খাতে ১৬০.৮৬ কোটি টাকা বিভাগীয় ব্যয় মঞ্জুর হয়েছে এবং বাকি বরাদ্দ অর্থ ৪১০.১৪ কোটি টাকাও ২০২০'-র ৩১ মার্চের মধ্যেই মঞ্জুর হয়ে যাবে বলে আশা রাখা যায়।

এই বিভাগ বিভিন্ন উপবর্গ ভিত্তিক প্রকল্প যেমন— জীবিকা নির্বাহ বিষয়ক কর্মসূচি, জঙ্গলমহল অ্যাকশন প্ল্যান ইত্যাদি পরিচালনার জন্য ৫টি JAP জেলার ৩৪টি ব্লকে সাংস্কৃতিক উন্নয়ন, সচেতনতা বৃদ্ধি এবং জঙ্গলমহল উৎসব ইত্যাদির প্রসারের জন্য বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করছে।

আমি, পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৬২০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

প্রশাসন

৪.৩৫ স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগ

গভীর বিভেদমূলক প্ররোচনায় রাজ্যের গৌরবময় ঐক্য ও সহাবস্থান বিঘ্নিত করার অপপ্রচেষ্টা সত্ত্বেও রাজ্যে আইন ও শৃঙ্খলা সর্বদা শান্তিপূর্ণভাবে রয়েছে। জঙ্গলমহল এবং পাহাড় অঞ্চলে শান্তি বজায় আছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত রাজ্যে আটটি নতুন পুলিশ জেলা তৈরি হয়েছে। এগুলি হল — নদিয়া পুলিশ জেলাকে বিভক্ত করে রাণাঘাট ও কৃষ্ণনগর পুলিশ জেলা; বারাসাত পুলিশ জেলা ভাগ করে বারাসাত ও বনগাঁ পুলিশ জেলা; উত্তর দিনাজপুর পুলিশ জেলা ভাগ করে রায়গঞ্জ ও ইসলামপুর পুলিশ জেলা এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলা ভেঙে মুর্শিদাবাদ ও জঙ্গিপুর পুলিশ জেলা।

এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীনে আরও ৬টি নতুন থানা তৈরি করা হয়েছে। এগুলি হল — বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে নিউটাউন ইকো পার্ক থানা এবং টেকনো সিটি থানা, বারাকপুর পুলিশ কমিশনারেটের অধীনে রহড়া থানা এবং ভাটপাড়া থানা, ডায়মন্ড হারবার পুলিশ জেলার অধীন পুজালি থানা এবং মুর্শিদাবাদ পুলিশ জেলার অধীন সাগরপাড়া থানা। ২০১১'র পর থেকে এরাজ্যে সাম্প্রতিক এই ৬টি নতুন থানাকে নিয়ে মোট ১৫৯টি থানা নতুনভাবে সংযোজিত হয়েছে যার মধ্যে মহিলা পুলিশ থানা আছে ৪৮টি।

২০১৯-২০ সালে পুরুলিয়া ও ঝাড়গ্রামের জন্য আরও দুটি স্পেশাল ট্রেন্ড আর্মড ব্যাটালিয়ন (STRA) তৈরি করা হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের অধীনে একটি স্পেশাল টাস্ক ফোর্স (STF) গঠন করা হয়েছে।

অপরাধমূলক কাজকর্মের দ্রুত তদন্তের স্বার্থে কোলকাতায় অবস্থিত ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি'র অধীনে আলাদাভাবে ক্রাইম সিন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন গঠন করার প্রস্তাব অনুমোদন হয়েছে। নারকোটিক ডিভিশন আলাদাভাবে চালু করা হয়েছে। কোলকাতা, সল্টলেক ও হাওড়া অধিক্ষেত্রের উল্লেখযোগ্য অপরাধের তদন্তে গতি আনতে মোবাইল ফরেন্সিক ইউনিট (MFU) গঠন করা হয়েছে। কোলকাতায় ফরেন্সিক সায়েন্স ল্যাবরেটরি (FSL) কে DNA পরীক্ষা সংক্রান্ত কাজের উপযোগী আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ ব্যবহারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আমি, স্বরাষ্ট্র ও পার্বত্য বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,২৯৯.৫৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৬ কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগ

ওয়েস্ট বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট ম্যানুয়াল, ১৯৬৭-এর তথ্য সম্বলিত নতুন পরিমার্জিত সংস্করণ ২০১৯-এ প্রকাশ করা হয়েছে।

রাজ্যের সিভিল সার্ভিস অফিসারদের পাবলিক পলিসি ও প্রশাসনে সুদক্ষ করে গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে দু-সপ্তাহব্যাপী সময়কালে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এরমধ্যে এক সপ্তাহ স্বদেশে এবং এক সপ্তাহ বিদেশে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। যে সমস্ত অফিসারগণ ১৬ বছর বা তার বেশি সময়কাল কার্যনির্বাহ করেছেন, সেই সিনিয়র অফিসারদের মধ্যে থেকে ২০ জনকে এই বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। ২০১৯-এর নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে সিঙ্গাপুরের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটির Lee Kuan Yew School-এ অফিসারদের পাবলিক পলিসির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের ২০জন সিভিল সার্ভিস অফিসার, যারা ২০ বছর ব্যাপী সময়কাল কার্যনির্বাহ করেছেন, সেইসব সিনিয়র অফিসারকে London School of Economics, U.K.-তে গত ২০২০-র জানুয়ারিতে বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাঁরা প্রশাসনিক ক্ষেত্রে আরও সুদক্ষ হয়ে ওঠেন।

রাজ্য সরকারের ৫৩টি বিভাগের প্রশাসনিক ক্যালেন্ডার, ২০২০ প্রস্তুত করা হয়েছে।

এই বিভাগ পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌরিতে বৃহত্তম প্রশাসনিক কমপ্লেক্স ও আবাসন কমপ্লেক্স নির্মাণের কাজ শেষ করেছে। যার জন্য ব্যয় হয়েছে প্রায় ১৬৩ কোটি টাকা।

দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাকদ্বীপে প্রশাসনিক ভবনকে সুউচ্চ করা হয়েছে এবং SDO-র জন্য নতুন বাংলো নির্মিত হয়েছে। এছাড়াও দক্ষিণ ২৪ পরগনার কাশীনগরে কর্মীদের জন্য বাসভবন নির্মিত হয়েছে। এই খাতে খরচ হয়েছে আনুমানিক ৫ কোটি টাকা।

নতুন জেলা ঝাড়গ্রাম প্রশাসনিক কমপ্লেক্স নির্মাণের জন্য প্রকল্প ব্যয় প্রায় ৫১ কোটি টাকা, যার মধ্যে ১১.৫৬ কোটি টাকা ইতিমধ্যেই মঞ্জুর করা হয়েছে।

আমি, কর্মীবর্গ ও প্রশাসনিক সংস্কার বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১০৫.৫৯ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৭ বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগ

আমাদের রাজ্য ২০১৯ সালে 'ফণী' ও 'বুলবুল' নামক দুটি মারাত্মক সাইক্লোনের সম্মুখীন হয়েছে।

'বুলবুল'-এর মোকাবিলায় এই বিভাগ পশ্চিমবঙ্গের উপকূলবর্তী জেলাগুলির প্রায় ১.৭৮ লক্ষ অধিবাসীকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করেছে। সাধারণ মানুষকে ত্রাণ দিতে ৪৭১টি ত্রাণ শিবির বা সাইক্লোন সেন্টার, তৎসহ ৩২৩টি তৈরি খাদ্য সরবরাহ করার অস্থায়ী রান্নাঘর খোলা হয়। এই ভয়াবহ সামুদ্রিক ঝড়ের প্রকোপে উপকূলবর্তী ৭টি জেলার ৫,১৭,৫৩৫টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে ৩৫.৫৭ লক্ষ মানুষ আশ্রয়হীন হয় এবং ১৬ জনের প্রাণহানি হয়। প্রাথমিক হিসাব অনুযায়ী সম্পত্তি ও অন্যান্য ক্ষয়ক্ষতি মিলিয়ে প্রায় ২৩,৮১১.১৬ কোটি টাকার আর্থিক ক্ষতি হয়। এই খাতে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে কোনও অনুদান পাওয়া যায়নি। রাজ্য সরকার ইতিমধ্যেই নিজস্ব তহবিল থেকে ক্ষতিগ্রস্ত অঞ্চলের পুনর্গঠনের জন্য ৮৮৪ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।

৬ লক্ষ 'ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কিট' (DM KITs) বিভিন্ন ত্রাণে মজুত করার ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত তা থেকে ৪ লক্ষ DM KITs বিতরণ করা হয়েছে।

ভয়াবহ ফণীর আঘাতে রাজ্যের ১৬টি জেলার ২.৪২ লক্ষ মানুষ আশ্রয়হীন হয়েছে। অন্যান্যভাবে আরও ৬.৩২ লক্ষ সাধারণ মানুষ ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছেন এবং ২,৯২,১০২টি ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সময়মতো জনসাধরণকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার ফলে প্রাণহানির মতো মারাত্মক ক্ষতির হাত থেকে তাদের বাঁচানো সম্ভব হয়েছে।

চলতি বছরে রাজ্যের অন্যান্য দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যুর ক্ষতিপূরণ বাবদ আপতকালীন ব্যবস্থা হিসাবে ৪৯.৩২ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

বন্যাত্রাণে গৃহনির্মাণ বাবদ ২৪.৭৩ কোটি টাকা এবং অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ১,০৩৭টি গৃহনির্মাণ বাবদ ১.৬৪ কোটি টাকার অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

অন্যান্য সাধারণ বিপর্যয়ে ত্রিপল দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়, সেইজন্য ১০ লক্ষ ত্রিপল সংগৃহীত হয়েছে। আরও অতিরিক্ত ৫ লক্ষ ত্রিপলের অর্ডার দেওয়া হয়েছে। সবমিলিয়ে এই ত্রাণ খাতে ১২.৩৮ কোটি টাকা চলতি বছরে অনুমোদন দেওয়া হয়েছে।

আমি, বিপর্যয় মোকাবিলা এবং অসামরিক প্রতিরক্ষা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২১৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৮ অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগ

বর্তমানে রাজ্যে অগ্নিসুরক্ষা লাইসেন্স পাওয়া, অগ্নিসুরক্ষা ছাড়পত্র এবং অগ্নিসুরক্ষা শংসাপত্র পাওয়া ইত্যাদি সবই যথাযথভাবে অন-লাইনের মাধ্যমে পাওয়া চালু হয়ে গেছে।

নবগঠিত ৭টি দমকল কেন্দ্রের কাজ চালু হয়েছে। সেই সঙ্গে ২টি কেন্দ্রে পুরানো জায়গাতেই ২টি নতুন ভবন উদ্‌ঘাটন করে অগ্নিসুরক্ষার কাজকর্ম চালু হয়েছে।

বর্তমানে তিনটি চালু দমকল কেন্দ্রের নতুন ভবন নির্মাণের কাজ চলছে এবং ১৫টি সম্পূর্ণ নতুন দমকল কেন্দ্র গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়েছে।

রাজ্যে এখন ২৩টি জল দ্বারা অগ্নিনির্বাপণ (CAF) যন্ত্র, ৫টি স্বয়ংক্রিয় শ্বাসকার্য সহায়ক যন্ত্র ও তাপ নিরোধক মাস্ক, ২,০০০টি অগ্নিনির্বাপক বল, ১০টি কমপ্লিটলি ফেব্রিকেটেড ব্রেকডাউন ভ্যান এবং ২টি কমপ্লিটলি ফেব্রিকেটেড মোবাইল কন্ট্রোল রুম ভ্যান (প্রস্তাবিত) ও আরও অন্যান্য অগ্নিসুরক্ষার যন্ত্রপাতি দমকল বাহিনীর হাতে এসেছে।

২০১৯-এর স্বাধীনতা দিবসে ৪জন ফায়ার ফাইটিং অফিসার রাষ্ট্রপতি পদক লাভ করেছেন।

আমি, অগ্নিনির্বাপণ ও জরুরি পরিষেবা বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১৩৫ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৩৯ সংশোধন প্রশাসন বিভাগ

এই বিভাগ চলতি আর্থিক বছরের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৫-টিরও বেশি নতুন নির্মাণ মূলক প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে।

এই রাজ্যে এখন ৪টি মুক্ত-সংশোধনাগার আছে। এগুলি মুর্শিদাবাদের লালগোলা, পশ্চিম বর্ধমানের দুর্গাপুর, উত্তর দিনাজপুরে রায়গঞ্জ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর সদর-এ অবস্থিত। নদিয়ার কৃষ্ণনগরে এরকম আরও একটি নতুন মুক্ত সংশোধনাগার তৈরি করা হবে।

এছাড়াও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিভাগীয় কর্মসূচিগুলি হল—

(১) দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের (ফেজ-২) বর্ধিত অংশের নির্মাণ, (২) প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগারের চাপ কমানোর জন্য বারুইপুরে নতুন একটি সংশোধনাগার তৈরি করা, (৩) পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়িতে একটি নতুন জেলা সংশোধনাগার তৈরি করা, (৪) মালদার চাঁচলে একটি নতুন অতিরিক্ত সহায়ক সংশোধনাগার তৈরি করা, (৫) কালিম্পঙে একটি নতুন জেলা সংশোধনাগার তৈরি করা।

রাজ্যের ১৬টি সংশোধনাগারগুলির ৮০ শতাংশেরও বেশি হোমেই CCTV ক্যামেরা বসানোর কাজ সমাপ্ত।

আমি, সংশোধন প্রশাসন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৫০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

ছোটো, মাঝারি ও বৃহৎ শিল্প

৪.৪০ ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্রশিল্প বিভাগ

২০১৯'র ডিসেম্বর পর্যন্ত ৩০,২৩১টি নতুন ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ 'উদ্যোগ আধার মেমোরান্ডাম'-এর মাধ্যমে নথিভুক্ত করা হয়েছে, যার ফলে ২,৮৯,১০০টি কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে।

বিগত দুবছরে ব্যাঙ্ক ঋণের পরিমাণ উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৮-১৯ সালে প্রাপ্য ঋণের অঙ্ক ছিল ৫৬,৪৫৮ কোটি টাকা যা ২০১৭-১৮ সালের প্রাপ্য ঋণের চেয়ে ২৮ শতাংশ বেশি। এটাই বর্তমান অর্থবর্ষে ২০১৯-এর এপ্রিল থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ৩৫,০৮৯ কোটি টাকা ছুঁয়েছে। বিগত ২০১৮-১৯ সালের একই সময়ের হিসাবে এই বৃদ্ধি এক ধাপে ৭৩ শতাংশ হয়েছে।

৮টি নতুন যৌথ উৎপাদন কেন্দ্র তৈরি হয়েছে। ফলে গ্রামীণ কুশলী শিল্পী ও ক্ষুদ্র তাঁত শিল্পীরা উপকৃত হচ্ছেন। এই ধরনের আরও ৮টি যৌথ উৎপাদন কেন্দ্র (CFC)-এর নির্মাণ কাজ চলছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ১৪টি কর্মতীর্থ তৈরি হয়েছে। যার ফলে এখনও পর্যন্ত ৪৬টি কর্মতীর্থ তৈরি সম্পূর্ণ হয়েছে।

ক্যালকাটা লেদার কমপ্লেক্সের ৪টি নতুন CETP-এর কাজ দ্রুত এগিয়ে চলছে। আগামী মার্চের মধ্যেই তা শেষ হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

কানপুর ও চেন্নাই থেকে আগত ট্যানারিগুলি সহ মোট ১৮৭টি ট্যানারিকে জমির বন্দোবস্ত করা হয়েছে।

রাজ্যের দুটি নতুন শিল্পাঞ্চল — জলপাইগুড়ির ডাবগ্রাম শিল্পাঞ্চল ফেজ ২ এবং পশ্চিম মেদিনীপুরের মেদিনীপুর সদর (খাসজঙ্গল) শিল্পাঞ্চল বর্তমানে প্রায় শেষ হওয়ার মুখে। আগামী মার্চের মধ্যে তা শেষ হয়ে যাবে।

আমি, ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারি শিল্পোদ্যোগ এবং বস্ত্র শিল্প বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৮৮০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪১ শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগ

২০১৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত ২ দিনের ‘বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট-২০১৯’ অত্যন্ত সফলভাবে সম্পন্ন হয়েছে। বিশ্বের ৩৫টি দেশ এতে অংশগ্রহণ করে। ওই সামিট থেকে বিভিন্ন শিল্পক্ষেত্রে মোট ২,৮৪,২৮৮ কোটি টাকা বাণিজ্য প্রস্তাব পাওয়া গেছে।

২০১৯-এর ডিসেম্বরের ১১-১২ তারিখে দীঘায় বেঙ্গল বিজনেস কনক্লেভ উদযাপিত হয়েছে। এই কনক্লেভে ‘বেঙ্গল গ্লোবাল বিজনেস সামিট’-এ অংশগ্রহণকারী দেশ, রাজ্য ও শহরের শিল্পপতিদের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্থানীয় শিল্পের উন্নয়ন ঘটানোর উপর জোর দেওয়া হয়।

WBIDC-র মাধ্যমে তাজপুর বন্দরের উন্নতিকল্পে এক সাইট অফিসের উদ্বোধন করা হয়েছ।

ওয়েস্ট বেঙ্গল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন লিমিটেড (WBIDC)-এর মাধ্যমে ২০১৯-২০ বর্ষে ৪টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটের জমি বণ্টন করা হয়েছে, যেখানে

প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ৯৬.৬৯ কোটি টাকা এবং ৯১৬ জন ব্যক্তির কর্মসংস্থান হওয়ার কথা। এছাড়াও WBIDC-এর মাধ্যমে মডিউল-বেসড ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ৪টি ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইউনিটকে জমি দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৬.১৫ কোটি টাকা এবং কর্মসংস্থান হবে ৫৪৯ জন মানুষের।

অঙ্কুরহাটির জেমস ও জুয়েলারি পার্কে ৩১টি কোম্পানিকে ১.৫৪ লক্ষ বর্গফুট জায়গা দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগ ১০৩ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ২,০৭২ জনের। এই জুয়েলারি পার্কের কার্যকরণ ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য Special Purpose Vehicle (SPV)-এর অধীনে ‘‘অঙ্কুরহাটি জেমস অ্যান্ড জুয়েলারি ম্যানুফ্যাকচারার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন’’ গঠন করা হয়েছে।

ঋষি বঙ্কিম শিল্প উদ্যানে ৮টি শিল্প ইউনিটকে ১৯.০৫৮ একর জমি দেওয়া হয়েছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ১৬৫ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থান ৯০১ জন। এই ৮টি ইউনিটের মধ্যে ৬টি ইউনিট ইতিমধ্যেই বাণিজ্যিকভাবে উৎপাদন শুরু করে দিয়েছে। ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেক্ট্রনিক্স ইন্ডাস্ট্রি ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন (WBEIDC)-কে ইলেক্ট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টারের (EMC) জন্য ৭০ একর জমি দেওয়া হয়েছে। এখানে কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ৫,০০০ জনের এবং প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ২৫০ কোটি টাকা।

WBIDC-র উল্লেখযোগ্য কর্মসূচির মধ্যে ফেজ-১-এর ‘সুধারস’ এবং ফেজ-২-এর ‘কান্দুয়া’র উন্নয়নের পর হাওড়ার সাঁকরাইলে ফুড পার্ক ফেজ-৩-এর উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। বজবজের গারমেন্ট পার্কের ৯.৮৫ একর জমির ৭.৬ লক্ষ বর্গফুট জায়গার উন্নয়ন ঘটানো হয়েছে। এছাড়াও গোয়ালতোড়ে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কের সীমানা প্রাচীরের কাজ ৯০ শতাংশ শেষ হয়েছে।

হরিণঘাটা ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কে ১০৭.৩৫ একর জমিতে Instakart Logistics Project গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে প্রস্তাবিত বিনিয়োগের পরিমাণ ৯৯১ কোটি টাকা এবং প্রস্তাবিত কর্মসংস্থানের সম্ভাবনা ১৮,৩১০ জনের।

পশ্চিম বর্ধমানে গৌরাণ্ডি এ.বি.সি. কয়লাখনির প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ হয়েছে এবং আশা করা যায় ২০২০-২১ বর্ষেই এখানে বাণিজ্যিকভাবে কয়লা তোলার কাজ শুরু হয়ে যাবে।

কলকাতা এবং সন্নিহিত পাঁচটি জেলা যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, হাওড়া, হুগলি ও নদিয়ায় রাজ্য সরকার যৌথ উদ্যোগে গ্যাস সরবরাহের জন্য Greater Calcutta Gas Supply Corporation Ltd. এবং GAIL (India) Ltd.-এর সঙ্গে ২০১৮ সালের ২৪শে জুলাই এক চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই উদ্দেশ্যে ০৪.০১.২০১৯ তারিখে বেঙ্গল গ্যাস কোম্পানি লিমিটেড গঠন করা হয়েছে। প্রাথমিক ইক্যুয়িটি শেয়ার মূলধনে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ২৫ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে।

রাজ্য সরকার বিশ্বব্যাঙ্কের সহায়তায় রাজ্যের Logistics Sector-এর উন্নয়নের জন্য একটি প্রকল্প রূপায়ণ করবে, যার আলোচনা শেষ পর্যায়ে রয়েছে।

আমি, শিল্প, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ১,১৫৮.৪০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

পরিষেবা

৪.৪২ পর্যটন বিভাগ

২০১৯-২০ বর্ষে ২২টি নতুন প্রধান ট্যুরিজম প্রকল্পের কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। এই ট্যুরিজম প্রকল্পে পর্যটকদের আকর্ষণ ও বিনোদনের জন্য সম্প্রতি দীঘায় জগন্নাথ মন্দিরের সৌন্দর্যায়ন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবারে গঙ্গা পাড়ের সৌন্দর্যায়ন এবং মাহেশ মন্দির কমপ্লেক্সের সৌন্দর্যায়নের কাজ করা হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গ হোম-স্টে ট্যুরিজম পলিসি, ২০১৭-কে পরিমার্জন ও কার্যকরী করে গড়ে তোলা হয়েছে। এই পলিসির অধীনে নথিভুক্ত হোম-স্টে মালিকদের ১.৫ লক্ষ করে টাকা উন্নয়নের জন্য দেওয়া হয়েছে।

রাজ্যের নিজস্ব Hospitality Management Centre —'আহরণ'-এর প্রথম শিক্ষাবর্ষ ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

'ভোরের আলো' এবং ঝড়খালি ইকো-ট্যুরিজম প্রকল্প-এর অধীনে পরিকাঠামোগত উন্নয়নের কাজ শেষ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। 'ভোরের আলো' প্রকল্পে যে তিনটি বেসরকারি অংশীদারকে ইকো-রিসর্ট উন্নয়নের জন্য নির্বাচিত করা হয়েছে, তার মধ্যে 'দ্যুতি' হোটেল তাদের কাজ ইতিমধ্যেই শেষ করেছে এবং ২০১৯-এর ২২শে ডিসেম্বর এর উদ্বোধন হয়েছে। ঝড়খালি ইকো-ট্যুরিজম হাব-এ পর্যটন বিভাগ Techno India Group-কে তাদের ইকো-ট্যুরিজম রিসর্ট বাণিজ্যিকভাবে চালু করার অনুমোদনপত্র (NOC) দিয়েছে।

২০১৯-২০ বর্ষে পর্যটন বিভাগ কিছু বিশেষ ক্ষেত্রে বিপুল উৎসাহ প্রদান করেছে, সেগুলি হল— দুর্গাপূজাকে বিশ্ব উৎসব করে তোলা, বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার Red Road Carnival, কলকাতা খ্রিস্টমাস ফেস্টিভাল এবং জেলাস্তরে চন্দননগর, ব্যান্ডেল, নদিয়া, বারুইপুর, দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও কালিম্পং-এ খ্রিস্টমাস ফেস্টিভাল চালু করা। এছাড়াও বিষ্ণুপুরে Music Festival বা সংগীত মেলার আয়োজন করা হয়েছে।

পর্যটন বিভাগ ১২.০৯.২০১৯ থেকে ১৪.০৯.২০১৯ তারিখে কলকাতায় ৩৫তম IATO বার্ষিক কনভেনশন-এর আয়োজন করেছে।

পর্যটন বিভাগ ফরাসি সরকারের সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় হুগলি জেলায় স্ট্রান্ডরোডে অতীতের ফরাসি 'রেজিস্ট্রি বিল্ডিং' ও অন্যান্য সৌধগুলির পুনর্গঠন ও নব রূপায়ণ করে রক্ষণাবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

আমি, পর্যটন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪৩ তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগ

বেঙ্গল সিলিকন ভ্যালিতে শীর্ষস্থানীয় সংস্থাগুলিকে যেমন, রিলায়েন্স কর্পোরেট আই টি পার্ক লি. (৪০ একর); টিসিএস (২০ একর); ফার্স্ট সোর্স সল্যুশন লি. (৪ একর); ইন্দো-জাপান হরোলজিক্যাল প্রা.লি. (০.২৫ একর) জমি দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায়, আগামী ৫ বছরের মধ্যে ৩,০০০ কোটি টাকা বিনিয়োগ আসবে, যাতে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে ২০,০০০ কর্মনিযুক্তি হবে।

১৭টি সরকারি আই টি পার্ক গড়ে উঠেছে। এছাড়াও সেক্টর-৫-এর (BN-9 এবং BN-4)-এ, রাজারহাট (ফেজ-২) এবং কল্যাণী (ফেজ-২)-এ আরও ৪টি আই টি পার্ক গড়ে তোলা হচ্ছে, যেখানে কমবেশি ৪০ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। সেক্টর-৫ (BN-6), দুর্গাপুর (ফেজ-৩), বেলুড়, দার্জিলিং এবং কালিম্পং ইত্যাদি বিভিন্ন অঞ্চলে আরও ৫টি আই টি পার্ক গড়ে তোলার কাজ প্রস্তাবিত হয়েছে, যার কাজ ২০২০-২১ বর্ষে শুরু হয়ে যাবে।

২০১৮ সালে সোনারপুরে হার্ডওয়্যার পার্কে একটি আই টি ইউনিটের জন্য জমি বণ্টন করা হয়েছে।

নৈহাটিতে এবং ফলতায় ২টি ইলেক্ট্রনিক ম্যানুফ্যাকচারিং ক্লাস্টার গড়ে তোলা হচ্ছে।

২০১৮-১৯ বর্ষে আই টি ইন্ডাস্ট্রির মোট রপ্তানি মূল্য ছিল ২২,৮৯৭ কোটি টাকা [সোর্স ঃ ফলতা সেজ (SEZ) এবং সফট্‌ওয়্যার টেকনোলজি পার্কস অফ ইন্ডিয়া]। যেখানে ২০১০-১১ বর্ষে আই টি ইন্ডাস্ট্রির মোট রপ্তানি মূল্য ছিল ৮,৩৩৫ কোটি টাকা। অর্থাৎ বিগত ৮ বছরে প্রায় ১৭৫ শতাংশ রপ্তানি মূল্য বৃদ্ধি পেয়েছে।

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ডাটা সেন্টার (WBSDC) Tier-3 কে নতুন করে গড়ে তোলা হয়েছে, যা ২০১৯-এর ফেব্রুয়ারি মাসেই চালু হয়ে গেছে।

২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ৩১শে ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যের ২৩টি জেলায় ১৪৫টি সিটিজেন-সেন্ট্রিক ই-ডিস্ট্রিক্ট সার্ভিস চালু করা হচ্ছে। ২০১৯-এর জানুয়ারি থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২১ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১২০টি ই-ডিস্ট্রিক্ট পরিষেবা নথিভুক্ত হয়েছে।

২০১৮-র জানুয়ারি মাসে ই-অফিস পরিষেবা চালু করা হয়েছিল। যা ডিসেম্বর ২০১৯-এ ৫১টি ডিপার্টমেন্টে এবং ৯৮টি ডাইরেক্টরেট/প্যারাস্টেটালস-এ সফলভাবে কাজ করে চলেছে। ২০১৯-এর আগস্ট মাসের মধ্যেই রাজ্যের ২২টি জেলাতে ই-অফিস চালু করা হয়েছে।

আমি, তথ্যপ্রযুক্তি ও বৈদ্যুতিন বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ২৬০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৪.৪৪ উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগ

বর্তমানে আমাদের রাজ্যে পাঁচটি 'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য উপভোক্তা অসন্তোষ প্রতিবিধান আয়োগ (WBSCDRC)' কার্যকর।

২০১৯-২০-র শুরু থেকে নিয়ে ২০১৯-এর নভেম্বর পর্যন্ত সমস্ত কনজ্যুমার ফোরা ও রাজ্য কমিশনের প্রচেষ্টায় ৮,০৯৫টি কেস নথিবদ্ধ হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৬,৫৪৪টি কেসের মীমাংসা হয়েছে। সর্বমোট ১৬,৯৭৬টি কেসের বিচার প্রক্রিয়া এখনও চলছে।

কাঁকুড়গাছি'র সেন্ট্রাল ল্যাবরেটরির পাশাপাশি শিলিগুড়ি ও চুঁচুড়া'র সেকেন্ডারি স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরি দুটি পুরোদমে চলছে এবং ১৪৪টির মতো ওয়ার্কিং স্ট্যান্ডার্ড ল্যাবরেটরির কাজের পরীক্ষামান যাচাই করছে।

রাজ্যের ২২টির মতো ক্রেতা সহায়ক ব্যুরোর (CAB) মধ্যে পনেরোটি পয়লা সেপ্টেম্বর ২০১৮ থেকে কাজ করছে।

রাজ্য সরকারের ২৬টি বিভাগ ওয়েস্টবেঙ্গল রাইট টু পাবলিক সার্ভিসেস অ্যাক্ট ২০১৩'র অধীক্ষেত্র অনুযায়ী রাজ্যের সমস্ত নাগরিককে নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে বেশিরভাগ নাগরিক পরিষেবা পৌঁছে দেওয়ার আশ্বাস জানিয়ে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে।

আমি, উপভোক্তা বিষয়ক বিভাগের জন্য আগামী অর্থবর্ষে ৪২ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দের প্রস্তাব করছি।

৫

উপসংহার

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়,

আমাদের মা-মাটি-মানুষের সরকার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করে যে, কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা ছাড়া, আর্থিক বৃদ্ধি অর্থহীন। এই নীতিকে কেন্দ্রবিন্দু করে মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রীর নেতৃত্বে আমাদের সরকার উন্নয়নের ঢেউ বাংলায় এনেছে।

ভারতের বর্তমান আর্থিক মন্দা সত্ত্বেও, বাংলার আর্থিক বিকাশ অটুট রয়েছে। তাই আমি এই মহতী সদনকে জানাই যে এই আর্থিক বছরে, এখনও পর্যন্ত আমরা রাজ্যে ৯ লক্ষ ১১ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে পেরেছি।

মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, আগামী ২০২০-২১ অর্থবর্ষের জন্য আমি ২,৫৫,৬৭৭ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দের প্রস্তাব রাখছি।

স্যার, যাঁর অনুপ্রেরণায় বাংলা নানা ক্ষেত্রে প্রথম স্থান অর্জন করেছে এবং দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে, যাঁর পথপ্রদর্শনে আমি এই বাজেট প্রস্তুত করতে পেরেছি, তাঁরই লিখিত এবং সদ্য প্রকাশিত '**কবিতাবিতান**' বইটি থেকে কয়েকটি লাইন তুলে ধরে আমার বক্তব্য শেষ করছি।

মমতা ব্যানার্জী তাঁর '**সোনার বাংলা**' কবিতায় লিখেছেন—

সভ্যতার এই পীঠস্থানে আমরা জ্বালাব দীপ,
নূতন করে বাংলায় জ্বলুক সভ্যতার প্রদীপ।

....

এই মাটিতেই গড়ব মোরা উন্নয়নের ঘাঁটি,
আমাদের এই বাংলা হোক সোনার চেয়েও খাঁটি।

আর্থিক বিবরণী, ২০২০-২০২১

পশ্চিমবঙ্গের বার্ষিক আর্থিক বিবরণী, ২০২০-২০২১

(কোটি টাকার হিসাবে)

		প্রকৃত, ২০১৮-২০১৯	বাজেট, ২০১৯-২০২০	সংশোধিত, ২০১৯-২০২০	বাজেট, ২০২০-২০২১
	আদায়				
১।	প্রারম্ভিক তহবিল	(-)২০.৫৮	(-)৫.০০	(-)৫.৪৫	(-)২.০০
২।	রাজস্ব আদায়	১৪৫৯৭৫.২৫	১৬৪৩২৭.৯৫	১৬৩২৫৯.০০	১৭৯৩৯৮.০০
৩।	মূলধনখাতে আদায়	৬৯১.৫০	০.০০	০.০০	০.০০
৪।	ঋণখাতে আদায়				
	(১) সরকারি ঋণ	৭০১৯৬.৯৫	৭৮৩৮৩.৫৩	৮১৫৬০.০০	৭৯৪৬৫.০০
	(২) ঋণ	৮০৪.৪২	৩৫০.০১	৪৯০.০০	৫০৭.০০
৫।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে আদায়	৬৬৫০২৯.০৮	৯০০৮৩৪.০৯	৭১৬৩৫৯.১৬	৭৫৫৫৬৭.৭৩
	মোট	**৮৮২৬৭৬.৬২**	**১১৪৩৮৯০.৫৮**	**৯৬১৬৬২.৭১**	**১০১৪৯৩৫.৭৩**
	ব্যয়				
৬।	রাজস্বখাতে ব্যয়	১৫৬৩৭৩.৯১	১৬৪৩২৭.৯৫	১৬৯৪৩০.০০	১৭৯৩৯৮.০০
৭।	মূলধনখাতে ব্যয়	২৩৭১৭.৩২	২৬৬৬৬.৬১	২৬৮৭০.০০	৩১০৪৭.০০
৮।	ঋণখাতে ব্যয়				
	(১) সরকারি ঋণ	৪৫৭৮৬.০২	৪৬০৩২.০০	৫০২৩৬.০০	৪৪২৮৯.০০
	(২) ঋণ	৮৬৫.৪৯	৯৩৭.৭৭	১৫৬৫.০০	৯৪৩.০০
৯।	আপন্ন তহবিল ও গণ হিসাব থেকে ব্যয়	৬৫৫৯৩৯.৩৩	৯০৫৯৩৫.২৫	৭১৩৫৬৩.৭১	৭৫৯২৬৬.৭৩
১০।	সমাপ্তি তহবিল	(-)৫.৪৫	(-)৯.০০	(-)২.০০	(-)৮.০০
	মোট	**৮৮২৬৭৬.৬২**	**১১৪৩৮৯০.৫৮**	**৯৬১৬৬২.৭১**	**১০১৪৯৩৫.৭৩**

(কোটি টাকার হিসাবে)

	প্রকৃত, ২০১৮-২০১৯	বাজেট, ২০১৯-২০২০	সংশোধিত, ২০১৯-২০২০	বাজেট, ২০২০-২০২১
নীট ফল				
উদ্বৃত্ত (+)				
ঘাটতি (–)				
(ক) রাজস্বখাতে	(-)১০৩৯৮.৬৬	০.০০	(-)৬১৭১.০০	০.০০
(খ) রাজস্বখাতের বাইরে	১০৪১৩.৭৯	(-)৪.০০	৬১৭৪.৪৫	(-)৬.০০
(গ) প্রারম্ভিক তহবিল বাদে নীট	১৫.১৩	(-)৪.০০	৩.৪৫	(-)৬.০০
(ঘ) প্রারম্ভিক তহবিল সহ নীট	(-)৫.৪৫	(-)৯.০০	(-)২.০০	(-)৮.০০
(ঙ) নতুন প্রকল্প বাবদ ব্যয়/ অতিরিক্ত বরাদ্দ/ অতিরিক্ত মহার্ঘভাতা				
(১) রাজস্বখাতে	...	...	...	(-)৫১৬৫.০০
(২) রাজস্বখাতের বাইরে	...	...	...	...
(চ) পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের সুপারিশ অনুযায়ী প্রাপ্য হইতে সংস্থান	...	...	...	(+)৪৬৬৫.০০
(ছ) রাজস্ব কর খাতে অতিরিক্ত সম্পদ সংগ্রহ	...	...	...	(+)৫০০.০০
(জ) রাজস্বখাতে নীট ঘাটতি	(-)১০৩৯৮.৬৬	০.০০	(-)৬১৭১.০০	০.০০
(ঝ) নীট উদ্বৃত্ত/ঘাটতি	(-)৫.৪৫	(-)৯.০০	(-)২.০০	(-)৮.০০

ঃ মুদ্রক ঃ

সরস্বতী প্রেস লিমিটেড

(পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগ)

কলকাতা ৭০০ ০৫৬